আনন্দমঠ

[কিশোর-নাটিকা]

নাট্যরূপায়ণ—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

মাঘীপূর্ণিমা—১৩৫৪

দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্প্যানি
১৫, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর—
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত
ডায়না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
৬৯, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাত

মূল্য—একটাকা আট আনা

আনন্দমঠ গ্রন্থখানি সত্যদ্রষ্টা পূজ্যপাদঋষি **বঙ্কিমচন্দ্র** যখন লিখিয়াছিলেন তখন দেশের যে পরিস্থিতি ছিল, বর্তমানে তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে গ্রন্থসমাপ্তি যে ভাবে গ্রন্থকার করিয়াছেন, সময়ের সঙ্গে সংগতি রাখিবার জন্য, তাহার কিছু অদল বদল করায়, স্রষ্টার উপর খোদকারি করিবার অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। ক্ষীণ কণ্ঠের ক্ষমাপ্রার্থনা ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছিবে কি ?—ইতি—প্রকাশক

—মাঙ্গলিক—

দীপালোকিত পূজামণ্ডপ। ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে জননী-জন্মভূমির প্রতিমা, রাজরাজেশ্বরী বেশে স্থাপিত। সন্তানগণ প্রতিমার আরতির ঐকতান বাদ্যের সঙ্গে গাহিতেছিল। কাল—উষা।

কেটেছে আঁধার হের হের পূর্বাশার।
মাগো! পূজাপ্রাঙ্গণে তোমার
ধ্বনিয়া উঠিবে আবার,
গভীর গম্ভীরে প্রণব ওঁকার।
তব পুণ্য তপোবনে উদিতা উষার সনে
উঠিবে মোহন তানে সামঝঙ্কার।
দলিয়া কণ্টকবন, গহন ঘন গিরি কান্তার,
এসেছে, মা! এসেছে সন্তান তোমার,
ঘুচাতে তোমার দুঃখভার,
মুছাতে তোমার অশ্রুধার।
আসিবে, ও মা! আসিবে ফিরে,
তোমার যমুনাপুলিনে গঙ্গার তীরে,
অশোক কেশব, গাণ্ডীবধন্বা।
আসিবে আবার আসিবে ফিরে,
উছল ছল ছল শিপ্রার নীল নীরে,
ও মা! বাণীসাধনার ভাববন্যা।
তুমি ধন্যা,—তুমি ধন্যা,—তুমি নহ মা,—নগণ্যা।
তব আসন ঘেরি' ঘেরি' যত নন্দন কন্যা,
বাজাবে পূজার ভেরী, দেবে উপহার মরম চিরি'
রক্তচন্দন-চর্চিত হৃদিউপচার।

——*:*——

—প্রারম্ভ—

অরণ্য,—নিস্তব্ধ, নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিদাঘরাত্রির নির্মেঘ আকাশ, তারায় তারায় ঝল মল; কিন্তু তার কোন প্রতিবিম্ব অন্ধকারের এ সমভূমিতে আসিয়া পড়ে নাই। এই স্তম্ভিত বনানীর বুকে আজ বাতাসেরও শ্বাস রুদ্ধ। নিশাচর পশুপাখীদের সমস্ত কলরবও যেন মূর্চ্ছিত। হঠাৎ গাঢ় নিষুতি রাত্রির গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মনুষ্য-কণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি উত্থিত হইল,—

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না" ?

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারমধ্যে ধ্বনি মিলাইয়া গেল। মনুষ্য মূর্তির একটা আবছায়া ঈষৎ প্রকট হইয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে আবার প্রশ্ন হইল,—

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?"

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?"

উত্তর হইল,—

"তোমার পণ কি ?"

"পণ আমার জীবন সর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ,—সকলেই তা দিতে পারে।"

"আর কি আছে আমার ?—আর কি দেব ?"

"ভক্তি"

একটা গভীর নিষুপ্তির মধ্যে সমস্ত ধ্বনি ও অরণ্যানী ডুবিয়া গেল।

—o:o—

নবকুমার গরাই

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পদচিহ্ন গ্রামের পথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

পথের দুই পার্শ্বে একদিন গ্রামের গঞ্জ ছিল আজ কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয়। হাটের চালা, দোকান ঘর ইত্যাদি আছে বটে, হাটে কিন্তু আর হাট বসে না—সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য। গঞ্জের অদূরে একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, তাহাতেও মানুষের কোনও সাড়া শব্দ নাই। পথের দুই দিকে ভাঙা হাঁড়ি কলসী ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। একদল অতি শীর্ণকায় ভিখারী ক্ষীণকণ্ঠে ক্ষীণ চীৎকার তুলিয়া প্রবেশ করিল। শব্দ করিতেই তাহাদের কাহারও কাহারও শ্বাস উঠিতেছে।

প্রঃ ভিখা। মা গো মা,—আর পারিনা মা।—এক মুঠো খেতে দাও গো মা! আজ সাত দিন দানা পানি কিচ্ছু পেটে পড়ে নি। চলতে পারি না আর। ওঃ—প্রাণ—যা—য়।

দ্বিঃ ভিখা। বাবা গো, কারও দয়া হবে না গো? এক ফোঁটা ফেনও কারও ঘরে নেই? হা ভগবান!—

তৃঃ ভিখা। ডাকিসনে, ডাকিসনে।—ভগবান, ভগবান বলে আর ডাকিসনে...সে বেটা মরেছে। মরবি, মরবি,...তুইও মরবি, আমিও মরব। দেরী নেই আর।...যম বেটা শিয়রে ওত

পেতে বসে আছে। সাত বছরের কচি ছেলেটাকে সেদিন খেলো গত কাল বৌটাকেও সাবাড় করেছে,—বংশে বাতি দিতে কাকেও আর রাখল না। দেরী নেই,—দু'একদিনের মধ্যে আমারও টুঁটি চেপে ধরবে। সত্যি...ও শালার মরণ নেই। এক পাল ছেলে পিলে নিয়ে ভরা সংসার! সবকে শেষ করে বেটার দেমাক বেড়ে গেছে।

চতুঃ ভিখা। আরে কেরে?—তুমি মধু মোড়ল না?

প্রঃ ভিখা। ওঃ—ওঃ! এক মুঠো খেতে দাও বাবা, মোড়লের পো! ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যায়।

তৃঃ ভিখা। আর মোড়লের পো? মোড়লের পো এখন ভোঁদর, খায় ইঁদুর খায়,—বিড়ালের ভুঁড়ি খেয়ে পেট ভরাচ্ছে।

চতুঃ ভিখা। আহা! তোমারও এ দশা দাদা? দশ হালের চাষ, গোলাভরা ধান,—চাষা, মজুরে, ছেলে পুলেতে বাড়ী গম্ গম্! হা ভগবান! একি তোমার বিচার?

তৃঃ ভিখা। তবু ভগবানের কাছে নালিশ করিস? জানিস না দশচক্রে পড়ে ও বেটা মরে ভূত হয়ে আছে। সে আবার বিচার করবে? ভগবান ফিরে চাইলে কি দেশ শশ্মান হতে পারে? চুয়াত্তর সালে জল বৃষ্টি ভাল হল না,—ফসলও ভাল হল না। দেশের লোকের আধপেটা খেতেও কুলোয় না। তবু কোন রকমে জ্যান্ত মরা হয়ে বেঁচে রইল। পঁচাত্তর এল—আষাঢ়ে মাঠে জল থৈ থৈ। ভাবলাম,—দেবতা বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। ও হরি!—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক,—এক ফোঁটা জল নেই।—রোদের তাপে আকাশ তাঁবার রঙ।

াঠ,—শুখা,—কাঠ। মাঠের রোয়া ধানের চারাগাছ, মাঠেই শুকিয়ে গেল। এক মুঠো ধান কারও গোলায় উঠবার জো াইল না। তার উপর শালা রেজাখাঁর অত্যাচার! খেতে না পয়ে পথে ঘাটে নোক মরে পড়ে থাকছে...শালার খাজনার চড়াক্রান্তি পড়ে থাকার উপায় নেই—ধরে বেঁধে, মেরে হাড় গুঁড়ো। চামার, বেটা চামার। যেমন ভুঁইফোঁড় কোম্পানি, —তেমনি তার ইজারাদার! সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে। এত পাপ সইবে না বিধাতা।

প্রঃ ভিখা। বাবা গো, প্রাণ যায়। [খাবি খাইতে লাগিল] জ—ল,—জ—ল—

তৃঃ ভিখা। এঁ্যা! এ অভাগা ত এখনই মরবে দেখছি। এক ফোঁটা জলের যোগাড় করতে পারিস নিধে?

চতুঃ ভিখা। দেখি, ঐ পাশের বাড়ীতে যেয়ে দেখি।

[প্রস্থান]

দ্বিঃ ভিখা। ঐ সুমুখের ঐ বড় বাড়ীটা জমিদারবাড়ী না? জমিদার মহেন্দ্র সিংহের?—চল আর তু'পা চালিয়ে নিই। হোথায় এক মুঠো নিশ্চয় পাব।

তৃঃ ভিখা। আর জমিদার! ক্ষেতে ধান না হলে জমিদার পাবে কোথায়?—

[চতুর্থ ভিখারীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

চতুঃ ভিখা। আরে রাম! রাম! ওয়াক থুঃ—ওয়াক থুঃ। আট,—আটটি মড়া। পচে গলে একাকার! কি দুর্গন্ধ! মা গো মা! ঘরে ঘরে আরো কত এমনি পচা মড়া

পড়ে আছে কে জানে? ওয়াক থুঃ!—সারা গাময় গুটি। ও মা! রাম! রাম! কি বিকট! ওয়াক থুঃ!

তৃঃ ভিখা। এত ঘিন ঘিন কচ্ছিস কেন? তোর ও আমারও এ দশা হতে কতক্ষণ? বাবা! যে মড়ক লেগেছে। যেমন ওলাউঠা তেমনি বসন্ত। ছারখার হলো দেশটা, ছারখার হলো।

চতুঃ ভিখা। আমি রাস্তায় পড়ে মরব। শেয়াল শকুনিতে টেনে খাক, সেও ভাল। ঘরের মধ্যে পচে গলে ন্যক্কার হব না। ওয়াক থুঃ রাম, রাম, রাম,! গন্ধ পেটের ভেতর সেঁধিয়েছে। ও মা! কি হবে গো? আমাকেও বুঝি গুটিকা রোগে ধরবে গো?—

তৃঃ ভিখা। ভয় করিস নে নিধে, মা শেতলা ঠকুর আছেন, তাঁকে পূজো মানৎ কর।

চতুঃ ভিখা। আর পূজো? গাছের পাতা, ঘাস খেয়ে দিন কাটাচ্ছি, তাতে আবার শেতলা পূজো?

প্রঃ ভিখা। [অতি ক্ষীণ স্বরে] জ—ল, জ- -ল।

তৃঃ ভিখা। এটারও হয়ে গেল বুঝি?—যাব, যাব, সবকেই যেতে হবে। শালা রেজ্জাখাঁ! বেটা সরফরাজ হবে! দশগুণ খাজানা বাড়িয়ে দিলে। মা শেতলা, ওলা তার ঘাড় মটকায় না?

চতুঃ ভিখা। মা শেতলা যে ছোঁবে না ওদেরে।—মেলেচ্ছ,—মেলেচ্ছ, গরু খোর!

দ্বিঃ ভিখা। ওদিকে চলনা মোড়লের পো, জমিদার বাড়ীতে

একমুঠো ভাত নাই বা দিক্—এক ঘটি জল দেবেত ? মরবার সময় ওর মুখে এক ফোঁটা ঢালতে পারি ! আমারও বড় তেষ্টা। ও বাবা গো ! ওঃ !

চতুঃ ভিখা। জমিদার কোথায় ? – কোন জমিদার ?

দ্বিঃ ভিখা। ঐ বড় বড় থাম ওয়ালা বাড়ীখান না জমিদার মহেন্দ্র সিং হের বাড়ী ?

চতুঃ ভিখা। বাড়ীত বটে। কিন্তু জমিদার কোথায় ? শূন্য বাড়ী পড়ে আছে।

তৃঃ ভিখা। আহা ! ও বাড়ীতে কি মোচ্ছবই না হত ! বারোমাসে তের পাব্বণ।—দোল, দুগ্‌গোচ্ছব, জগদ্ধাত্রী ! কি খাওয়ানর ঘটা ! দাস দাসী, লোক জনে বাড়ী জম্ জম ! আহা ! তেমন ইন্দ্রপুরী তুল্য বাড়ী খাঁ খাঁ কচ্ছে আজ। জমিদার বাড়ীর লোকেরা কি সে মাবা গেল নিধে ?

চতুঃ ভিখা। মারা জাননি মোড়ল,—জমিদার পালিয়েছেন। গেল শুক্‌কুরবার কন্যাটিকে কোলে নিয়ে, বৌয়ের হাত ধরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর মাথায় করে বেরিয়ে গেলেন।

তৃঃ ভিখা। কোথায় গেলেন জানিস্ ? আহা ! যাঁর বাড়ীতে নিতুই শত শত লোকের পাত পড়ত তাঁর এ হাল ?—অত বড় অতিথিশালা রোজ রোজ কত লোকের ভিড়, কটা হৈ হৈ ব্যাপার।

চতুঃ ভিখা। যতদিন পারলেন, ভাণ্ডার উজাড় করে সব লোককে খাইয়েছেন, আমিও ত কদ্দিন খেয়ে গেছি। সেদিন গিয়ে দেখি,—স্ত্রী, কন্যা নিয়ে তিনিও উপোস দিচ্ছেন। আমি

যাওয়াতে মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। গোয়ালে গরু ছেল, গরুত নয়, গরুর কখানা হাড়। টান্‌তে, টান্‌তে বাটে এক ছটাক দুধও বেরোয় না, তাই আমাকে এনে দিলেন, এদিকে কচি শিশুটা ক্ষিধেয় ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদছিল। দুধটুকু রেখে পালিয়ে এলাম। বিচালি. ঘাস পাতা দিয়ে কদিন চালাচ্ছি।

তৃঃ ভিখা। আর বলিসনে, বলিসনে। সকলেরই একদশা।...সকলকেই মরতে হবে। কথা কইতে কইতে আমারও হাই উঠছে। কদ্দিন আর পারব? থাকতেও চাইনা আর। ছেলে, বৌয়ের কাছে গেলে তবু একটু জুড়াব। সেখানে রেজাখাঁও নেই,—পেটের ভাবনাও নেই।

চতুঃ ভিখা। এর ত হয়ে গেছে দেখছি মোড়ল,—যাক মরে বেঁচেছে।

দ্বিঃ ভিখা। মরবার সময় একবিন্দু জল পেলনা

তৃঃ ভিখা। জল কোথায়? দীঘি পুকুরের জল শুকিয়ে পাঁক শুদ্ধ ফেটে যাচ্ছে। এ অধর্ম্মের দেশে দেবতা জল দেবে না, জল দেবে না।—রাজার পাপে রাজ্যি নষ্ট।

চতুঃ ভিখা। রাজা কে? রাজা ত ঐ ফিরিঙ্গী কোম্পানি

তৃঃ ভিখা। লবাব মিরজাফর?

চতুঃ ভিখা। ঐ গুলিখোর লবাবের কথা আর বল ইংরেজ ঘাড়ে ধরে তাকে সিংহাসনে বসিয়েছে, কানে ধরে কোনদিন নামাবে তার ঠিক নেই। লবাব ছেলো আলিবর্দী—

দ্বিঃ ভিখা। এ মরাটার কি হিল্লে করবে মোড়ল, কর্‌ হিন্দুর মরা, মুখে আগুন দিতে হবে ত?

তৃঃ ভিখা। কোথায় আগুন পাই? আগুন জ্বালবার পাঠ সব বাড়ী হতে উঠে গেছে। ধর,—আমার এ চাদরখানা নে, ঢাকা দিয়ে রেখে দে।

চতুঃ ভিখা। অধর্ম্ম হবে মোড়ল, অধর্ম্ম হবে। হিঁদুর মরা, মুখে আগুন দোঁয়াতে হবে বৈ কি।

তৃঃ ভিখা। কত হিঁদুর মড়া ঘরে ঘরে মরে পচে আছে বল্লি না নিধে?

চতুঃ ভিখা। সেতো আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটেনি মোড়ল! এই যে আমার কাছে চক্‌মকি, সোলা আছে, একটা শুকনো পাতা ধরিয়ে আগুনটা মুখে দিই।

তৃঃ ভিখা। দে, দে,—পুত্রের কাজ করলি নিধে।

[সকলে মিলিয়া আগুন জ্বালিয়া মৃতের মুখাগ্নি করিল]

দ্বিঃ ভিখা। বল হরি, হরি বল—হ—রি—ব—ল—

তৃঃ ভিখা। থাক্, থাক্। হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিস ত? চল, যাই অন্য কোনদিকে,—এখানে মড়া পাহারা দিয়ে কি হবে?

চতুঃ ভিখা। কোথাও কিছু হওয়ার জো নেই মোড়ল! চল তবু। পথিমধ্যে এমনি করে একদিন আমাদিগকেও ঝাঁ করে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

তৃঃ ভিখা। সত্যি বলেছিস নিধে,—আমারও কেমন গা টলছে, আর একপা এগুতে ইচ্ছেকরে না।

চতুঃ ভিখা। আমার কাঁধে ভর করে চল মোড়ল, আহা! তোমার দশা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসছে।

[মন্থর পদক্ষেপে সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বনপ্রান্তস্থ চটি। কাল—অপরাহ্ণ।

পর্দাচিহ্নের জমিদার মহেন্দ্র সিংহ একটা ছোট মাটীর কলসীতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মহে। কল্যাণি, দুধ সামান্য কিছু পেয়েছি, নিয়ে এলাম। যা এনেছি আগে আমার সুকুকে খাওয়াও, তারপর তুমি আর আমি খাব। তোমারও বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে না? কৈ? কল্যাণি, সাড়া দিচ্ছ না যে?—ঘুমিয়েছ? কল্যাণি,—কল্যাণি! ও সুকু,—ও সুকুমারী!—একি? কারও সাড়াশব্দ নেই? কল্যাণি! দরজটা খোল, আমি দুধ নিয়ে এসেছি।

নেপথ্যে—"হা—রে—রে—রে" শব্দ উঠিল

মহে। এঁ্যা! একি? দরজা যে ভাঙা? কল্যাণি! কল্যাণি! [ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া] কৈ? দেখছিনা ত।—কল্যাণী, সুকু,—কেউ যে নেই। কোথায় গেল? [উচ্চৈস্বরে] কল্যাণি! কল্যাণি! কোথায় তুমি? শার্দ্দূলের মুখে পড়েনি ত? রক্ত—রক্ত। না, কৈ?…রক্ত ত এক ফোঁটাও কোথাও পড়েছে দেখছি না। শার্দ্দূল কি দরজা ভাঙতে পারে? কোথায় গেল? কেন গেলাম আমি? সুকু ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছিল, করত। এমন করে শ্বাপদের মুখে ডালি যেতনা। কল্যাণি!

কল্যাণি! না, কাছে কোথাও নেই, থাকলে সুকুমারীর কান্না শুনতে পেতাম। হয়ত কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর সুকুকে বুনো শেয়ালে মুখে তুলে নিয়ে গেছে। কল্যাণী তার সন্ধানে বোধহয় বনে বনে ঘুরে মরছে। আহা! আমার স্নেহের দুলালী সুকু! কত আদরের, কত যত্নের ধন! এমনি করে হারালেম তাকে। আচ্ছা,···আমার আসতে দেরী হচ্ছে বলে কল্যাণী আমায় খুঁজতে যায়নি ত? কি করব? দুধ যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেম না। কিন্তু তার যে চলবার শক্তি নেই। কোথায় গেল?—কোথায় গেল?

নেপথ্যে আবার "হা—রে—রে—রে" শব্দ উঠিল।

মহে। ওকি ও? ডাকাতের হাল্লা না? দস্যু ডাকাতের হাতে পড়েনিত? এঁ্যা! হাতের কাঁকন একগাছি হেথায় পড়ে আছে দেখছি। ওঃ! বিপদের উপর বিপদ!

নেপথ্যে—অতিদূরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনুষ্য কণ্ঠের কর্কশ চীৎকার শোনা গেল।

"জয় কালী বম্ কালী—আজ নর মাংস খাব,"

"বম্ বম্ কালী বম্ বম্ কালী"

"মহামাংসের মহাপ্রসাদ খাব"

মহে। হা ভগবান! হা ভগবান! রক্ষা কর,—রক্ষা কর। আমার সুকুমারী,—আমার কল্যাণী! কোথায়? কোথায়? কোন পথে?—

[নিতান্ত উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন]

নেপথ্যে—হরে মুরারে···হরে মুরারে।

মহে। সরকারে এত্তেলা দিলে তারা সন্ধান করবে কি? কিন্তু সরকার কোথায়? মুরশিদাবাদের নবাব কি দেশের নবাব?— ও নেশার নবাব।—সিদ্ধি, ভাং, চণ্ডু, গুলিতে রাতদিন মশগুল। অরাজক, অরাজক,—দেশ অরাজক। আচ্ছা—নগরের ফৌজদারের কাছে যেয়ে এত্তেলা দিলে কিছু প্রতিকার হতে পারে মনে হয়। যেয়ে দেখি।—

নেপথ্যে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ॥"

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অরণ্যপথ। কাল—রাত্রি প্রথম প্রহর।

গ্রীষ্মের স্ফুট চন্দ্রালোকে রাত্রি সমুজ্জ্বল। কোম্পানির টাকা ও রসদ বোঝাই গাড়ী বনপথ ধরিয়া চলিয়াছে। গাড়ী দেখা যাইতেছেনা বটে, কিন্তু গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা যাইতেছে। গাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য একদল প্রহরী-ফৌজ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে তাহাদের সপাদপে চলার নাগরার খট্ খট্ শব্দ হইতেছে। মহেন্দ্র সিংহও এই পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। তিনি সিপাহীদের দেখিয়া একটা অশথ গাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন, চার পাঁচ জন সিপাহী মহেন্দ্র সিংহের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন মহেন্দ্র সিংহকে দেখিয়া ফেলিল,—

প্রঃ সিপা। হাবিলদার সাহেব, দেখিয়ে,—একঠো ডকুহো।

দ্বিঃ সিপা। কাঁহা? কাঁহা? কি ধার হো?

তৃঃ সিপা। আরে মিঞা সাহেব, তোমরা ডাকু ভাগতাহেঁ।

প্রঃ সিপা। নেহি, নেহি,—নেহি ভাগাহেঁ। ঝুটে বাত কাইকো বলতেহুঁ? হুঁই,—ঐহি পিপ্পল গাছকা পিছুমে দেখিয়ে, হুঁয়া আভি খাড়াহেঁ।

তৃঃ সিপা। হাঁ, হাঁ, ঠিক্ হ্যায়। বাব্বা! ক্যেইসা জোয়ান! হাতমে হাতিয়ার বন্দুকভি,—

দ্বিঃ সিপা। আরে চোট্টা, হিঁয়েপর কাইকো খাড়া হো!

কোম্পানিকো গাড়ী লুঠ লেনাকা মতলব থা ? ভাগ,—বদমাস, ডাকু,—[মহেন্দ্র সিংহের মাথায় ঘুষি মারিল]

মহে। এ কি ? আমায় ঘুষি মারলে কেন ?

দ্বিঃ সিপা। মেরা খুশি। তুম্ বদমাস,—ডাকু হ্যায়।

চতুঃ সিপা। বদমাসকো হাতমে ক্যেইসা উমদা বন্দুক ছিন্‌কে লেজিয়ে হাবিলদার !

দ্বিঃ সিপা। [আবার ঘুষি উদ্যত করিয়া] এ শালা ডাকু ছোড়্ দেলে বন্দুক।

[মহেন্দ্র সিংহ বন্দুকের কুঁদা দিয়া সিপাহীর মাথায় আঘাত করায় আর্তনাদ করিয়া সিপাহী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

পঞ্চঃ সিপা। এ শালা ডাকু হাবিলদারকো মারডালা। বহুৎ জখম কিয়া, এক দম্ টুটা দিয়া শির। ক্যেইসা খুন গিরতা !

প্রঃ সিপা। পাকড়াও,—পাকড়াও,—শালা ডাকু।

[সিপাহীরা সকলে মিলিয়া মহেন্দ্র সিংহকে বাঁধিয়া ফেলিল]

তৃঃ সিপা। চলিয়ে, হুজুরকা পাশ ইয়ে ডাকুকো লে চলিয়ে। বহুৎ ইনাম মিল যায়েঙ্গে।

পঞ্চ সিপা। কাপ্তেন সহেব ইধার আঁতেহুঁ ভেইয়া।

[কাপ্তেন বিট্‌সন সাহেব প্রবেশ করিলেন। কাঁধে বন্দুক, কটীবন্ধে তরবার, মুখে চুরুট]

বিট্। চলো,—চলো,—কডম্,—কডম্,—কুইক মার্চ—

[সাহেব গাইলেন]

"রুল্ ব্রিটেনিয়া রুল দি ওয়েভ।"

[দুইজন সিপাহী মহেন্দ্র সিংহকে কাপ্তেনের সম্মুখে লইয়া আসিল]

চতুঃ সিপাহী। সেলাম হুজুর! ইয়ে ডাকু হাবিলদারকো জান্ লিয়া—

বিট্। বহুট আচ্ছা, বহুট আচ্ছা। উসকো পাকড় লেকে সাডি করো। চলো— কডম্,— কডম্— [প্রস্থান]

প্রঃ সিপা। এ ক্যোয়া জবরদস্তি হুকুম? সাদি করো? এত্তা মরদা আদমি, এইসা গালপাট্টা? সাদি কোইসে করেঙ্গে?

চতুঃ সিপা। দারু পিয়া, দারু পিয়া,।—ইয়ে ইংরাজ দামড়া জঙ্গী দারু পিকে একদম মাতুয়ারা হো গোয়ারা। ঝুট্ মুট্ হুকুম চালা।

পঞ্চঃ সিপা। ইয়ে ডাকুকো সদরমে চালান দেনেসে আচ্ছা হোগা। বহুৎ ইনাম হুঁই মিল্ যায়েঙ্গে।

প্রঃ সিপা। বহুৎ আচ্ছা। আভি চলো—

[মহেন্দ্র সিংহকে বন্দী করিয়া সিপাহীরা অগ্রসর হইতে লাগিল]

তৃঃ সিপা। ঠাহরো, ঠাহরো,—ঠাহরো জেরা ভেইয়া।

প্রঃ সিপা। ক্যোয়া হুয়া? ক্যোয়া হুয়া?

তৃঃ সিপা। আউর একটো ডাকু হো!

প্রঃ সিপা। কাঁহা? কাঁহা? কি ধার?

তৃঃ সিপা। ঐহি টিলেপর দেখিয়ে। বাব্বা! কোইসা ষণ্ডা

প্রঃ সিপা। ওহো! পাকড়াও,—পাকড়াও।

[দুইজন সিপাহী যাইয়া সন্ন্যাসী একজনকে বাঁধিয়া আনিল]

সন্ন্যা। কেন বাপু, আমায় বাঁধলে কেন?

পঞ্চঃ সিপা। তোম্ শালা ডাকুহো।

সন্ন্যা। দেখছো না সন্ন্যাসী আমি, আমি ডাকাত হতে গেলাম কেন?

তৃঃ সিপা। ইয়ে রোজমে বহুৎ শালা এ্যাইসা উর্দি পিনকে সাধু বন গেয়া। তোম্ শালা দিন্‌মে সাধু, রাতমে ডাকু।

সন্ন্যা। আমার উপর কি আদেশ হুজুর?

তৃঃ সিপা। পইলে মেরা ইয়ে তল্লি শিরপর উঠাকে লেও, [সন্ন্যাসীর মাথায় মোট তুলিয়া] মেরা সাথ্ সাথ্ চলো।

প্রঃ সিপা। ইয়ে হুসিয়ারী কাম নেহি হোতে ভেইয়া। দোনো ডাকুকো এক সাথ্ বাঁধ লেও।

সন্ন্যা। আমি তোমার মোট বইতে পারব না। আমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, — আমি কি মুটে যে মোট বইব? রইলো তোমার মোট। [মোট ফেলিয়া দিলেন]

তৃঃ সিপা। ইয়ে শালা বদমাস্,—বুর্‌বক্। মেরা সামান সব তোড় দিয়ারা। আচ্ছা, সবুর,—দেখলেঙ্গে। [ধাক্কা দিতে দিতে মহেন্দ্র সিংয়ের কাছে লইয়া গেল]

প্রঃ সিপা। দোনো শালাকো এক সাথ্ বাঁধ লেও।

[সন্ন্যাসী ও মহেন্দ্রকে হাতে হাত করিয়া বাঁধিল]

তৃঃ সিপা। আভি ঠিক হুয়া। বয়েল গাড়ীপর উঠাকে সদরমে চালান ভেজো।

[মহেন্দ্র ও সন্ন্যাসীকে লইয়া সিপাহী দুইজনের প্রস্থান]

প্রঃ সিপা। করিমখাঁ, হাল সঙিন্ মালুম হোঁতে। সঙিন খাড়া করকে চলো।

তৃঃ সিপা। কুছ্ পরোয়া নেহি, ডরো মাৎ এংরাজ কোম্পানিকা জঙ্গী পল্টন হামরা। তামাম বাংলা মুল্লুক,—নবাবভি ডরতাই ইয়ে পলটনকো।

প্রঃ সিপা। মেরা দিলমে বহুত ডর আয় গেয়ারা,—বহুৎ ডাকু খাজনা লুঠ করনেকো আয়াথা এসি মালুম হোঁতে।

তৃঃ সিপা। তুম মর্দা না জেনানা হ্যায়? এৎনা ডরনেকো ক্যেয়া জরুরত হ্যায়? ডাকু দেখেঙ্গে, সঙিন চালাও, বন্দুক চালাও, শির লেও। ইহেইত ঠিক্ কাম।

হঠাৎ একটা গুলি আসিয়া সিপাহীর মস্তক ভেদ করিয়াগেল। সিপাহী পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অন্য সিপাহী বিউগিল বাজাইলে, দল শুদ্ধ সিপাহী আসিয়া পড়িল। এদিকে "হরে মুরারে, হরে মুরারে" ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া সন্ন্যাসীর দল তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মহেন্দ্র সিংহও বন্ধন মুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একটা সিপাহীর বন্দুক কাড়িয়া লইয়া আক্রমণ করিতে যাইয়া আবার কি ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাধা দেওয়ার পর সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অনেক মরিল, অনেক আহত হইয়া পড়িয়া রহিল। তখন···যিনি প্রথম সিপাহীকে গুলি করিয়া ছিলেন, তিনি আসিয়া মহেন্দ্রের সঙ্গে যে সন্ন্যাসী বন্দী হইয়া ছিলেন তাঁহাকে আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন ইঁহারা দুইজনই সন্তান সম্প্রদায়ের নেতা,—ভবানন্দ ও জীবানন্দ।

ভব। ভাই জীবানন্দ! সার্থক এ ব্রত গ্রহণ করেছিলে।

জীব। আজ তোমারই জয় ভবানন্দ! তোমার নামই সার্থক হোক। গাড়ী বোঝাই অনেক মাল না?

ভব। অনেক, অনেক,—বাক্স বাক্স আসরফি, সিক্কা, মোহর,···বস্তা, বস্তা চাল, আটা, ময়দা...মটকি মটকি ঘিঃ। কত আর চাও? আমি আর পদচিহ্নের এ জমিদার মহেন্দ্রকেও বস্তার মত গাড়ীতে বন্দী করে চালান দিচ্ছিল; গাড়ীর চাকাতে হাত রেখে অনেক কষ্টে বন্ধনটি ছিঁড়েছি।

জীব। এবার বৈষ্ণবদের বিরাট ভোজ লাগাব ভাই! [সন্তান সেনাদের প্রতি] যাও ভাই, গাড়ী গাড়ী সব মাল আনন্দমঠে নিয়ে যাও। মাত্র পাঁচ সাত জন আমার সঙ্গে এস, যারা আহত হয়েছে তাদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হবে, হিন্দু সিপাহী যারা মারা গেছে তাদের সৎকার করতে হবে, মুসলমান যারা মরেছে তাদের কবর দিতে হবে। রাত্রি প্রায় নিশীথ; আমি যাই ভাই ভবানন্দ, আহত মৃতদের সন্ধানে। এস তোমরা!

ভব। ধন্য তুমি ভাই জীবানন্দ।

[সন্তান সেনা সকলেরই জীবানন্দের সঙ্গে প্রস্থান]

মহে। মহাশয়, আপনি কে?

ভব। তোমার তাতে কি প্রয়োজন?

মহে। কিছু প্রয়োজন আছে আমার। আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত আমি আজ।

ভব। সে বোধ যে তোমার আছে বুঝলাম না।

মহে। কেন?

ভব। আমাদেরত কোন সাহায্যই করলে না; অস্ত্র হাতে নিয়ে তফাৎ দাঁড়িয়ে রইলে। জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করতে মজবুত···কাজের বেলা হনুমান।

মহে। অসৎ কাজে সাহায্য করব কেন ?

ভব। অসৎ কাজ ?

মহে। হাঁ। অসৎ কাজ।...এ যে কুকাজ,—ডাকাতি।

ভব। হোক ডাকাতি। আমরা তোমার কিছু উপকার করেছি, আরও কিছু উপকার করবার ইচ্ছা রাখি।

মহে। আমার কিছু উপকার করেছ বটে, কিন্তু আরকি উপকার করবে ? করলেও সেটা আমার পক্ষে,—

ভব। তোমার পক্ষে কি ?

মহে। গ্রহণ করা উচিৎ হবে না।—ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে অনুপকৃত থাকাই ভাল

ভব। সে তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে এস,—তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব।

[ভবানন্দ চলিতে লাগিলেন]

মহে। এঁ্যা ! সে কি ? কোথায় তারা ?—আমার স্ত্রী কন্যা ?

[ভবানন্দ কোনও উত্তর দিলেন না, নীরবে চলিতে লাগিলেন]

মহে। তোমরা কি রকম দস্যু ?

[এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর না পাইয়া অগত্যা ভবানন্দকে অনুসরণ করিয়া মহেন্দ্র সিংহ চলিতে লাগিলেন।]

দৃশ্যান্তর

অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া ভবানন্দ ও মহেন্দ্র একটা প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছেন। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তরটিকে একটা উদ্ভ্রান্ত সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্য বলিয়া মনে হইতেছে। মহেন্দ্র নীরব,... শোককাতর,—কিছু যেন কৌতূহলী। কিন্তু ভবানন্দের প্রাণের মধ্যে কবিতার বান ডাকিয়াছে। তাঁর সেই দীপ্ত বীর মূর্তি এখন একটা শান্ত শ্রীমণ্ডিত। তিনি গাইয়া উঠিলেন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং
মাতরম্।

মহে। কে এ মা? — সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য-শ্যামলা মা কে?

ভবানন্দ গহিলেন,—

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম।

মহে। এত দেশ। এত মা নয়।

ভব। আমরা অন্য মা জানিনা,—অন্য মা মানিনা,—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমিই আমাদের জননী।...আমাদের মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই,—আছে কেবল সে

সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা মা।—

মহে। সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর!

ভবা। কি সুন্দর?

মহে। মায়ের এ স্বপ্নময়ী মানসী প্রতিমা।

ভবা। এত স্বপ্ন নয়,···মনের অলীক কল্পনাও এ নয়।

মহে। কি তবে?

ভবা। এই মায়ের সত্য বাস্তব রূপ।

মহে। তবে আবার গাও।

ভবানন্দ গাইলেন,—

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং

মলয়জ শীতলাং

শস্য শ্যামলাং

মাতরম্।

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্

ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

ত্রিংশকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদকরালে

দ্বি ত্রিংশকোটী ভুজৈধৃত খর করবালে

অবলা কেন মা এত বলে।

বহু বল ধারিণীং

নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং
　　মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
　　ত্বংহি প্রাণা শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
　　মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমল দল বিহারিণী
　　বাণী বিদ্যা দায়িনী।
　　নমামি ত্বাং।

নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
　　মাতরম্।
　　বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
　　ধরণীং ভরণীম্
　　মাতরম্।

[গাইতে গাইতে ভবানন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মহে। তুমি কাঁদছ সন্ন্যাসী ? সত্যই বড় মর্মস্পর্শী তোমার এ মাতৃবন্দনা। তোমরা কারা ?

ভবা। আমরা সন্তান।

মহে। সন্তান কি ? কার সন্তান ?

ভবা। মায়ের সন্তান।...সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

মহে। ভাল। সন্তান কি চুরি ডাকাতি করে মায়ের পূজা করে ? এ কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহে। এইতো গাড়ী লুঠলে ?

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি ? কার গাড়ী লুঠলাম ?

মহে। কেন ? রাজার।

ভবা। রাজার ? কে রাজা ? এ যে রাশি, রাশি টাকা, বস্তা, বস্তা রসদগুলি সে নেবে, এতে তার কি অধিকার ?

মহে। রাজার রাজভোগ।

ভবা যে রাজা রাজ্য পালন করেনা, সে আবার রাজা কি ?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়ে যাবে দেখছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখেছি,...আজও দেখলাম।

মহে। ভাল করে দেখনি। একদিন দেখবে।

ভবা। না হয় দেখলাম। একবার বই ডুবার ত মরব না ?

মহে। ইচ্ছা করে শুধু শুধু মরে কি কাজ হবে ?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলে

আমার কিছু ধারণা ছিল ; কিন্তু দেখছি, সবাই যা তুমিও তা,—কেবল...তুধ ঘির যম।

মহে। কেন ?

ভবা। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটে, তা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না। সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফোঁস্ করে ফণা ধরে ওঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না ?

মহে। আপনি কি বলছেন ?

ভবা। দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন দেশের এমন তুর্দশা ? কোন দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, লতা পাতা খায়, উইমাটি খায় ? কোন দেশের মানুষ শেয়াল কুকুর খায়, ভাগাড় হতে মড়া টেনে খায় ? কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রেখে সোয়াস্তি নেই ? ঘরে ঝি, বৌ রেখে সোয়াস্তি নেই ? দেখেছ কোথাও, প্রকাশ্য দিবালোকে এমন বীভৎস নারীর লাঞ্ছনা ? রাজার ধর্ম,—প্রজাকে সর্বরকমে রক্ষা করা। যে রাজার সে ক্ষমতা নেই, সে কোন অধিকারে রাজগদি আঁকড়ে থাকে ? কোন অধিকারে সে,—অনাহারে, অনাহারে শীর্ণ, আধি ব্যাধিতে জীর্ণ প্রজাকে নিঃশেষে নিঃস্ব করে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায় ? ক্ষুধিত, মৃতের রাশি রাশি কঙ্কালে আজ দেশের পথ ঘাট আচ্ছন্ন, আর রাজা নবাবের দল, দীন প্রজাদের শিরার শেষ রক্ত বিন্দুটুকুও শোষণ করে তাদের বিলাসের সৌধ গড়বার জন্য উপকরণ সংগ্রহ কচ্ছে। এদের না তাড়ালে দেশের মঙ্গল নেই।—জাতি গেল,

ধর্ম গেল, মান গেল, প্রাণ গেল···সহস্র শতাব্দীর প্রাচীন একটা অতি সভ্য জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব, সব ধ্বংস হয়ে যায়।

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। দেশের সকলের সমবেত চেষ্টায়।

মহে। কিন্তু তুমিত একা।

ভবানন্দ গাইলেন,—

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটী ভুজৈধৃত খর করবালে

অবলা কেন মা এত বলে।

মহে। সেত কল্পনার বিলাস।—বস্তবে দেখছিত তুমি একা।

ভবা। কেন? এখনিইত দেখলে দু'শ।

মহে। তারা কি সকলেই সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হলো; তাতে কি মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার মিলিত রাজশক্তিকে রাজ্যচ্যুত করতে পারবে?

ভবা। মুর্শিদাবাদের নবাব ত মুর্গির শুরুয়া পিয়ে ভাঙ্ গুলির নেশায় মশগুল, আর কলকাতার ইংরেজ ত বণিক।

মহে। ঐ বণিককেই ভয়।—তাদের এক হাতে বণিকের মানদণ্ড, একহাতে সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড। কলিকাতার বণিকেরা কেল্লা ফাঁদে কেন?

ভবা। তোমার প্রখর দৃষ্টির প্রশংসা কচ্ছি মহেন্দ্র সিংহ! তবে শুদ্ধ অসংখ্য সৈন্য দিয়ে কি রাজ্য রক্ষা করা যায়? পলাশীতে সিরাজৌদল্লার বিরাট বাহিনীর সম্মুখে কয়জন ইংরেজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর দেশী সিপাহীতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়? গায়ে জিয়াদা জোর থাকলে কি গোলা জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে সিরাজের পতন হল কেন? ইংরেজ আর সিপাহীতে এত প্রভেদ কেন?

ভবা। সিরাজের পতন হল,—হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য। স্বার্থপর মীরজাফর, ধূর্ত উমিচাঁদ আর শঠ-চূড়ামণি শেঠদের ষড়যন্ত্রই ইংরেজকে সবল করেছিল। তা না হলে কোথায়,—কোন অতল দরিয়ায় ডুবে যেত তাদের বাণিজ্য জাহাজ'—কোন ধূলায় ধূলিসাৎ হয়ে যেত তাদের কলকাতার কিল্লা! ইংরেজ আর সিপাহীতে তফাতের কথা যা বলছ,—ধর ইংরেজ প্রাণ গেলেও পালায় না, সিপাহীরা গা ঘামলেই পালায়, শরবৎ খোঁজে, ইংরেজদের জিদ আছে, যা ধরে তা করে, নবাবের সিপাহীরা এলাকড়ি,—টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তারপর আসল কথা সাহস,—কামানের গোলা এক জায়গা বই দশ জায়গায় পড়বেনা,—একটা গোলা দেখে দু'শ জন পালাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু একটা গোলা দেখলেই সিপাহীরা গোষ্ঠী শুদ্ধ পালায়, আর গোষ্ঠী শুদ্ধ গোলা দেখলেও একটা ইংরেজ পালায় না।

মহে। তোমাদের এ সব গুণ আছে ?

ভব। না। তবে গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর ?

ভব। দেখছ না আমারা সন্ন্যাসী। আমাদের এ সন্ন্যাস অভ্যাসের জন্য। কার্য উদ্ধার হলে, অভ্যাস সম্পূর্ণ হলে আবার আমরা গৃহী হব। আমাদের স্ত্রীপুত্র আছে।

মহে। তোমরা কি সব ত্যাগ করেছ ?

ভব। হঁা।—করেছি বই কি।

মহে। মায়া কাটাতে পেরেছ ?

ভব। সন্তানদের মিথ্যা কথা কইতে নেই। মিথ্যা বড়াই করব না তোমার কাছে। মায়া কাটাতে পারে কে ?—যে একথা বলে, সে হয় মিথ্যা বড়াই করে, না হয় তার মায়া কখনো ছিল না আমারা মায়া কাটাইনি। আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হবে ?

মহে। আমার স্ত্রীকন্যার সংবাদ না পেলে কিছু বলতে পারি না।

ভব। চল,—তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখবে চল।

ভবানন্দ চলিতে চলিতে আবার "বন্দেমাতরম" গাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু অনুরাগ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গাইলেন।

বন্দে মাতরম।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
　তংহি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
　　তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

মহে। শুনুন সন্ন্যাসী!

ভব। কি? চোখে জল এসেছে?

মহে। যদি স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করতে না হয় এ ব্রত আমি গ্রহণ করব।

ভব। স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করতেই হবে। ব্রতের নিয়ম কঠোর, ব্রতের সফলতা পর্যন্ত তাদের মুখ দর্শন নিষেধ।

মহে। এ ব্রত আমি গ্রহণ করব না।

ভব। ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—অরণ্য বেষ্টিত আনন্দমঠ। কাল—ঊষা

মঠের দেবালয়ের সম্মুখে বসিয়া স্বামী সত্যানন্দ আহ্নিক করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে জীবানন্দ নীরবে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন চাইলেন, জীবানন্দকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সত্য। কতক্ষণ এসেছ জীবানন্দ ? সংবাদ কি ?

জীব। সংবাদ শুভ। দেশের ত এই হাল প্রভু! না খেতে পেয়ে দেশের লোক পড়ে পড়ে মরছে, এ ঘোর দুর্দিনে প্রজার যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে, গাড়ী বোঝাই মোহর, সিক্কা, আশরফি,—গাড়ী গাড়ী চাল, আটা, ময়দা কোম্পানির কারকুন সদরে চালান দিচ্ছে,—

সত্য। তাত দেবেই বৎস! বুভুক্ষিতের আর্তনাদ ধনীর দুয়ারেত পৌঁছে না।

জীব। সন্তানেরা সব লুঠে নিয়েছে। ভবানন্দ ছিল এর সেনাপতি।

সত্য। ভাল। কিন্তু বৎস, ক্ষুধার্ত প্রজাদের এ মুখের গ্রাস তাদের মুখেই তুলে দিতে হবে। তার একটা ব্যবস্থা কর।

জীব। আপনি যেমন আদেশ করবেন।

সত্য। খুন জখম কি পরিমাণ হলো ?

জীব। সন্তানদের মধ্যে কারও গায়ে আঁচড় লাগেনি, তবে সরকারী সিপাহীরা কিছু মরেছে, কিছু আহত হয়েছে, তাদের দলের কাপ্তেন সাহেবেরও কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটেছে।

সত্য। লুণ্ঠিত মালগুলি ?

জীব। বাহিরে পড়ে আছে। মালখানায় নিয়ে যাচ্ছি।

সত্য। মনে রেখো,—অতি শীঘ্রই সন্তানদের প্রস্তুত হতে হবে। এ বিদ্রোহের শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজরোষ বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে আসছে।

জীব। তা জানি প্রভু! সে ভয় করি না। নকল নবাবের শক্তিই বা কি ? সৈন্যও বা কত ?

সত্য। সন্তানের জয় হোক।

জীব। আমি যাই প্রভু! মালগুলির একটা বিলি বন্দোবস্ত করিগে। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

সত্য। মধুসূদন! মধুসূদন! ঘনায়মান এ অন্ধকার কি কাটবে না ? আর কি দেখব না সে গরিমাময় সূর্যোদয়,...যার আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ঘন তমসাবৃত সহ্যাদির তুঙ্গ শির, ধ্যানরত তরুণ তপস্বী পরশুরামের ললাটদেশ চর্চিত করে ? আর কি দেখব না সে মহামহিম প্রথম প্রভাতের প্রদীপ্ত আলোক,...যার জ্যোতিঃ মাথায় নিয়ে পঞ্চনদের তীরে "গুরুজীর জয়" ধ্বনি তুলে উঠে দাঁড়িয়েছেল দর্পিত এক অপূর্ব বীর্যবান বীরজাতি।

[ভবানন্দ ও মহেন্দ্রের প্রবেশ]

ভব। [সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া] বন্দেমাতরম্।

সত্য। বন্দেমাতরম্। ইনিই কি মহেন্দ্র সিংহ ?

ভব। হাঁ প্রভু!

[মহেন্দ্র সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন।]

সত্য। এসো বাবা! তোমার দুঃখে আমি বড়ই কাতর হয়েছি। কেবল সে মধুসূদন দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে গতরাত্রে উদ্ধার করতে পেরেছিলেম। তারা দস্যুদের হাতে পড়েছিল।

মহে। এঁ্যা! সেকি?

সত্য। হাঁ বৎস! মার গাভরা গয়না,—পড়্‌বেইত! কিন্তু সোনা রুপোতে পেটত ভরে না।—ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় এই কঙ্কালের দল খেতে না পেয়ে লাঠালাঠি আরম্ভ করে দিল। শেষে তারা তাদের দলের সর্দারকেই মেরে ফেল্‌লু লাঠির আঘাতে, আঘাতে। তারপর খাই, খাই করে একটা হাল্লা। কেউ বলে সর্দারের শব পুড়িয়ে খাব, কেউ তোমার কচি মেয়েটিকে পোড়াতে চায়।..

মহে। ওঃ! হোঃ! হোঃ!

সত্য। কি করবে বাবা?—ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ পশুরও অধম হয়। নরখাদক রাক্ষসের কথা শুনেছি, তারাও বোধহয় নিজের গুষ্টির মাংস নিজে খেতনা;—আজ মানুষ তার চেয়েও বীভৎস হিংস্র মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। দেশের এ দারুণ দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি উন্মাদ হয়ে যাই বাবা! চোখের উপর দেখছি, অনাহারে, অনাহারে মুমূর্ষু সন্তানের মুখের গ্রাস মা কেড়ে খাচ্ছে, আর সন্তান কুঁক্‌ড়িয়ে, কুঁক্‌ড়িয়ে মায়ের বুকের উপর মরে পড়ে আছে। চোখে একবিন্দু অশ্রু নেই, বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস নেই,—যাকে প্রথম বক্ষে নিয়ে মাতৃত্বের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিল, আজ তার অসাড় দেহের পানে

ফিরে চাইবারও ফুর্সৎ নেই। আরও কত যে কুৎসিৎ দৃশ্য অহরহঃ চোখে পড়ছে তার সে মর্মন্তুদ ছবি টেনে এনে যদি চিন্তা করি, আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে যাব। মনুষ্যত্বের এতবড় অধঃপতন শুদ্ধ এ অরাজক রাজ্যেই সম্ভব হচ্ছে বৎস!

মহে। আমার স্ত্রী কন্যাকে কি করে রক্ষা করলেন প্রভু?

সত্য। আমি করিনি বাবা,—নারায়ণ করেছেন। যখন দস্যুদের মধ্যে লাঠালাঠি চলছিল, এ সুযোগে মা, তাদের অলক্ষ্যে কন্যাটিকে কোলে তুলে নিয়ে কি করে সে গহন বন মধ্যে ঢুকে পড়েন। অজানা, অন্ধকার দুর্গম বনপথ,....মার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। আমিও সে বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলেম,··· হঠাৎ মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মহে। মধুসূদন, ...মধুসূদন।...

সত্য। ডাক, ডাক বাবা, ঐ নাম যদি প্রাণভরে ডাকতে পার সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। ভবানন্দ,···

ভব। কি আদেশ প্রভু?

সত্য। কাল রাত্রে তোমরা যে কাণ্ড করে এসেছ, তোমাদের পুরস্কৃত করবার জন্য অতিশীঘ্রই কোম্পানীর ফৌজ আসছে। সন্তানগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করগে। মহেন্দ্র একটু বিশ্রাম করুক।

[প্রণাম করিয়া ভবানন্দের প্রস্থান।]

মহে। প্রভু!—

সত্য। এস বৎস! তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। মা আমার এখনও অভুক্ত. এক গণ্ডুষ জল ভিন্ন কিছুই

খাওয়াতে পারলেম না...মেয়েটাকে দুধ খাইয়েছি, সে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে! এসো, এই দেবালয়ের ভিতর দিয়ে চল যাই।

মন্দিরের দ্বার খুলিয়া সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে নিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহে। বড় অন্ধকার প্রভু! একটু আলো,—

সত্য। আলো? আলো? কোথায় আলো বৎস? সারা ভারত ব্যেপে নিবিড়, নীরন্ধ্র, স্তব্ধ অন্ধকার! জ্যোতির্বাহিনী উষার আশায় দিগ্বলয় পানে ব্যগ্র আঁখি তুলে চেয়ে আছি। জানি না, কবে নারায়ণ দয়া করেন।

মন্দিরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন। প্রভাতের আলোকে মন্দির আলোকিত হইল।

মহে। এই তো আলো আনলেন প্রভু!

সত্য। তোমার বাণী সফল হোক। এ পরবশ ভারতে আবার স্বাধীনতার সূর্যালোক ফিরে আসুক।

মহে। বেদীর উপর দেখছি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি।

সত্য। হাঁ বৎস! কৌস্তুভশোভিতবক্ষঃ,...সম্মুখে ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন চক্র।...এঁর বামে লক্ষ্মী, আলুলায়িত কুন্তলা, শতদলমালামণ্ডিতা, কিন্তু ভয়ত্রস্তা···দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগরাগিণী পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেদীমূলে লুণ্ঠিত ছিন্নমস্ত বিকট অসুর মধুকৈটভ।

মহে। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এ কার মোহিনী মূর্তি বাবা?

সত্য। আমাদের মার,...আমরা যাঁর পূজা করি,—আমরা যাঁর সন্তান।—লক্ষ্মী সরস্বতীরও অধিক সুন্দরী, অধিক ঐশ্চর্যান্বিতা, গন্ধর্ব কিন্নর দেব যক্ষ রক্ষ যাঁর চরণে প্রণত।—

মহে। কে এ মা ?

সত্য। সময়ে চিনবে। বল,—বন্দে মাতরম্।

মহে। বন্দে মাতরম্।

সত্য। এস বৎস ! এ ডান পাশ দিয়ে এস।

[মূর্তির ডান পার্শ্ব দিয়ে উভয়ের প্রস্থান।]

দৃশ্যান্তর

দেবালয়ের অন্য একটি কক্ষ। কক্ষটি আলোকোদ্ভাসিত। তার মধ্যে সিংহাসনোপরি সুবর্ণময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তি স্থাপিত।

মহেন্দ্রকে লইয়া সত্যানন্দ সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—

মহে। স্বর্ণশ্যামা, লাবণ্যোজ্জ্বলা এ কার প্রতিমা বাবা?

সত্য। এও মার···মা যা ছিলেন। সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করে বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করেছিলেন, ইনি ঐশ্বর্যশালিনী হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। সপ্তর্ষি এঁর পূজার স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করেছেন,....এঁর যজ্ঞে ছিল ব্যাসদেব হোতা, নারদ উদ্গাতা, দুর্বাসা অধ্বর্যু, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা। বালার্কবর্ণাভা দেবীকে প্রণাম কর।

[মহেন্দ্র মূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন]

সত্য। তুমি কখনও কেঁদেছ বাবা?

মহে। এ প্রশ্ন কেন প্রভু? এ সংসারে কে কাঁদেনি?

সত্য। স্বার্থের ক্রন্দনের কথা বলছি না। সে ক্রন্দনে ইহলোকে সকলেই কাঁদে। আমি পরার্থে ক্রন্দনের কথা বলছি।

মহে। পরার্থ কি বুঝিনা প্রভু! তবে গত রাত্রে ভবানন্দের মাতৃবন্দনা শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম।

সত্য। এসো, মায়ের আর এক মূর্তি তোমায় দেখাই।

[সত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রও চলিয়া গেলেন]

দৃশ্যান্তর

মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সত্যানন্দ স্বামী যে কক্ষে আসিলেন সে কক্ষ ভীষণ অন্ধকারে সমাবৃত,—শুদ্ধ একটা তীব্র আলোকরশ্মি, কক্ষের যেইখানে প্রতিমার মূর্তি স্থাপিত, তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মূর্তিকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

মহে। [সভয়ে পিছু হটিয়া] একি বাবা ? কি ভয়ঙ্কর! কি ভীষণ !

সত্য। মা যা হয়েছেন।

মহে। কালী ?

সত্য। হ্যাঁ, কালী। অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিকাময়ী। —হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। দেশ আজ সর্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী।—আপনার শিব আপনার পদতলে দলিত কচ্ছেন। হায় মা! [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মহে। আপনি কাঁদছেন বাবা ? চোখ বেয়ে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

সত্য। স্বর্গাদপি গরীয়সী মা আমার! আমার এমন মার দুর্দশা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসছে। আমি কিছুতেই আত্মসংযম করতে পাচ্ছি না বৎস। ...তখন সারা সৌর জগত পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারবাষ্পস্তূপে অবলুপ্ত, সদ্যস্নাতা মা উঠলেন, মহাসিন্ধুর ফেনিল গর্ভ হতে,—ললাটে তরুণ সূর্য, অঙ্গ ঘিরে

শ্যাম চেলাঞ্চল, স্বর্গে মুখর হল সহস্র শঙ্খের কলরব, পুলক-বিস্ময়ে চেয়ে রইল সাগর, আত্মজার অপূর্ব সৌন্দর্য !....আমার এই মায়ের পুণ্য প্রাঙ্গণেই প্রথম প্রকাশ হল জ্ঞানের প্রভাত, মায়ের তপোবনেই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত সুরে প্রথম ঝঙ্কৃত হল সভ্যতার সামগান, মায়ের তীর্থ,...ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, অধর্মের বিরুদ্ধে আহবে প্রথম নিনাদিত হল বিপুল আরাবে যুগশঙ্খ পাঞ্চজন্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হতে,—মায়ের বক্ষের বিগলিত করুণা, —নির্মল-সলিলা নিরঞ্জনার তীরে মায়ের মহাপ্রাণ সন্তান-কণ্ঠে প্রথম হল উদীরিত অহিংসার প্রেম মন্ত্র।—হায় তেমন মহীয়সী মা আমার !

মহে। মায়ের হাতে খেটক খর্পর কেন ?

সত্য। আমরা সন্তান। অস্ত্র মার হাতে এই দিয়েছি মাত্র। বল,—বন্দে মাতরম্।

মহে। বন্দে মাতরম্।

সত্য। এসো বৎস, এসো। মায়ের আর এক রূপ দেখ এসে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর

আলোকিত কক্ষ। কক্ষমধ্যে দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়া সত্যানন্দ এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিলেন।

সত্য। দেখ, মায়ের কি অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি! সন্তানের কঠোর তপস্যায় মা যা হবেন, এ তারি প্রতিমা বৎস!

মহে। দশভুজা?

সত্য। হাঁ দশভুজা। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত পদাশ্রিত বীর কেশরী, শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা,— মা আমার, [গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন]

মহে। আপনি আবার কাঁদ্‌ছেন।

সত্য। হাঁ, বাবা কাঁদছি। মার কথা যত ভাবি, সমস্ত সংযম ভেঙ্গে অশ্রুর বন্যা নেমে আসে। মা আমার দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, ভাগ্য-রূপিণী, বামে, বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে,—বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! মাকে প্রণাম কর,—

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

[সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রও প্রণাম ও স্তব পাঠ করিলেন]

সত্য। আশা আমার—সন্তানের একনিষ্ঠা সাধনায় আবার ফিরে আসবেন সে সার্থক সাধক, যিনি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ ভারত মহাসাগরের সৈকত বেলায় মায়ের ঘুমন্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন, ফিরে আসবেন মহারথী সত্যব্রত ভীষ্ম, ফিরে আসবেন…চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে পুরোভাগে নিয়ে, গ্রীকের দিগ্বিজয়ী বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে,—

মহে। সে সুদিন কবে আসবে প্রভু ?

সত্য। যেদিন মার সকল সন্তান মাকে মা বলে ডাকবে। মায়ের সে গৌরবোজ্জ্বলা প্রসন্না মূর্তি দেখবার জন্য একাগ্র নয়নে ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছি।

মহে। আমার স্ত্রীকন্যা কোথায় প্রভু ?

সত্য। দেখবার জন্য অস্থির হয়েছ না ? চল, দেখবে চল।

মহে। তাদের একবারমাত্র দেখে আমি বিদায় দেব।

সত্য। কেন ?

মহে। এ মহামন্ত্র আমি গ্রহণ করব।

সত্য। কোথায় বিদায় দেবে তাদের ?

মহে। আমার গৃহেও কেউ নেই, আমার স্থানও নেই। এ মহামারীর দিনে কোথায় স্থান পাব জানি না।

সত্য। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন যাও, এই দরজা দিয়ে মন্দিরের বাহিরে যাও। নাটমন্দিরে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে পাবে। কল্যাণীকে কিছু খেতে দিও। তারা যেখানে আছে, ভক্ষ্য সামগ্রী, জল সব সেখানে পাবে। তোমরা আগে খেয়েদেয়ে যা অভিরুচি হয় পরে তাই করো। এখন আমাদের

আর কারও সাক্ষাৎ পাবে না। মায়ের উপর এমন নিষ্ঠা বরাবর যদি তোমার থাকে, সময়ে তোমায় দেখা দেব।

মহে। আশীর্বাদ করুন প্রভু!

[সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন]

সত্য। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি! কামনা আমার সিদ্ধ কর...সফল কর...সত্য কর মা!

[জীবানন্দের প্রবেশ]

জীব। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সব গুছিয়ে রাখা হয়েছে প্রভু! স্বর্ণ, রৌপ্য ত আছেই, হীরে মুক্তোও যথেষ্ট।

সত্য। এই শ্বেত বণিকের দল দেশকে নিঃস্ব করে দিলে বৎস,—নিঃস্ব করে দিলে।

জীব। মহেন্দ্র সিংহ কোথায় গেলেন?

সত্য। নাটমন্দিরে তার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। মহেন্দ্র আসবে জীবানন্দ, এলে সন্তানের অনেক উপকার হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত মহেন্দ্রের প্রচুর সম্পদ মার সেবায় অর্পিত হবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাকে গ্রহণ করো না। সময় এসেছে দেখলে বিষ্ণুমণ্ডপে তাকে নিয়ে আসবে; আর সময় আসুক না আসুক, তার ধনপ্রাণ রক্ষা করবে। দুষ্টের দমন যেমন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও তেমন ধর্ম। সর্বদা তার অনুসরণ করো।

জীব। যে আজ্ঞে।

সত্য। চল, আসন্ন বিপদ কাটাবার আয়োজনটা শেষ করে ফেলি।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গ্রাম্যপথ। অদূরে মাঠ দেখা যাইতেছে। কাল—প্রভাত। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদলা হাওয়া বহিছে। গাইতে গাইতে কয়েকটী রাখাল-বালক প্রবেশ করিল, তাহাদের মধ্যে কেহ গোপীযন্ত্র বাজাইতেছিল, কেহ বাজাইতেছিল তালপাতার ভেঁপু।

হরি! তুমি কেমন হরি
বুঝব এবার তাই।
মাঠে যদি সোনা ফলে,
ভোগ লাগাব সোনা ফলে,
দুধ দেব গো তুলসীতলে,
দুইয়ে এনে গাই।
ধরেছিলে বটে সেবার
ওগো, গিরিগোবর্দ্ধন।
চালিয়াতি দেখব এবার
শোন বাছাধন।
গোঠে যদি না ফোটে হাসি,
ওঠে ধূলা রাশিরাশি,
ভাঙ্‌ব বাঁশি, চড়াব ফাঁসি পাঠাব বৃন্দাবন।
ক্ষমা নাই ও কানাই। মনে রেখ তাই।

[কয়েকজন কৃষাণের প্রবেশ

প্রঃ কৃষ। ও রাধু, ও হাবলা, যা যা গরু নিয়ে যা, লাঙল নিয়ে দৌড় দে মাঠে। জল এলো বলে। দৌড়, দৌড়।

আরে শোন্ শোন্,—ডাবা, কলকে, টোকা সব নিয়ে যাবি,—ভুলিসনে যেন। দৌড় দৌড়।—টিকে, চক্‌মকি, সোলা,.. মনে থাকবে ত? আহা! এতদিন পরে দেবতা মুখ তুলে চাইলেন।

দ্বিঃ কৃষ। অ রাজু ভাই, ক'তোলা রুপোয় একজোড়া পৈঁছে হবে রে? গা ভরা ছেলো গয়না,...চন্দ্রহার, খাড়ু, বাউটি, কত কি? পেটের জ্বালায় জলের দরে সব বেচে দিনু। বৌ কি গোসাই না করেছিল! কি করি? গয়না রাখি, না জান রাখি।

তৃঃ কৃষ। শুধু পৈঁছে কেন সাধু? বেশর একটা গড়াও না। আধভরি সোনায় হয়ে যাবে। তিন হালের চাষ তোমার, ধানে গোলা ভরে যাবে এবার।

চতুঃ কৃষ। এত আশা কর না রাজু, কত ফাঁড়া সামনে।

প্রঃ কৃষ। ঠিক বলেছ তিনু, শুখা, হাজার কথা ছেড়ে দাও। সে দেবতার ধম্ম দেবতা জানেন; কিন্তু কোম্পানির কারকুন ও তার বাবা,—রেজাখাঁর কথা তুমিও জান, আমিও জানি। যমে ছাড়বে, ওদের হাত থেকে কিন্তু কিছুতেই রেহাই পাবে না। চশমখোরদের চোখের পর্দা নেই। সব লুটেপুটে নেবে খুড়ো, লুটেপুটে নেবে।

দ্বিঃ কৃষ। অবিচার,—অবিচার!—রোদে, বাদলায় ভিজে পুড়ে, গতর ক্ষয় করে ফসল ফলাব মোরা, আর মোদের পাকা ধানে মই লাগাবেন এসে মোদের শালা, সমুন্ধিরা! বিচার একদিন হবে,...সুদে আসলে শোধ দিতে হবে তখন। এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য উঠছে।

[মেঘ গর্জনের সঙ্গে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল]

তৃঃ কৃষ। আহা! কি আরাম! গা জুড়িয়ে গেল। জলত নয়,...অমেত্ত, অমেত্ত। কি খরাই না গেছে?—গায়ের রক্ত রস শুকিয়ে চিম্‌সে মেরে গেছে! ও ছেলেরা, সব ভিজে নে রে।

প্রঃ কৃষ। মাঠে নেমে পড়া যাক। ও পচা, ও রাধু, ও হাবলা, যা, যা লাঙল গরু নিয়ে আয়গে ভিজবার জন্য ভাবনা কি? সারাদিনেই ভিজ্‌তে পার্‌বি। কালো বলদ জোড়াই আন্‌বি, লাল বলদটা গেছে,... ক'খানা হাড় ছাড়া কোন পদার্থ নেই।

[রাখালেরা গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।]

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর ভিজে গেলরে মনটা।
চলরে শ্যামল, চলরে ধবল বাজিয়ে গলার ঘণ্টা।

তৃঃ কৃষ। আমার রামচন্দর দাদার আর তর সইছে না। মাঠে যে নাব্‌বে দাদা, মাঠ কি এখনও ভিজেছে? বারমেসে রোদ্দুরে মাঠ যে কাঠ হয়ে গেছে।

প্রঃ কৃষ। রাজু ভায়ার ভাঁড়ার আমার মত ত উজাড় হয়নি, তাই ভায়া গা ভেজাচ্ছে,...অমেত্ত মাখছে।

দ্বিঃ কৃষ। বাদলটা বড় জোরে এলো, চলনা গাছতলায় যাই। মিছিমিছি ভিজ্‌ছি কেন?

প্রঃ কৃষ। গাছতলায় যে যাবে সাধু, গাছে কি পাতা আছে? রোদে পুড়ে সব ঝল্‌সে গেছে। দেখছ না বট অশথ সব নেড়া নেংটা সন্নিসীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

চতুঃ কৃষ। রোদে ঝল্‌সাবার জন্য সুয্যি ঠাকুর ফুর্স‍ৎ পেল কখন? সব পাতা যে মোদের পেটে সেঁধিয়েছে।

দ্বিঃ কৃষ। বাদলার আজ উচ্ছব লেগেছে। এ আনন্দের

দিনে সে দুঃখের কথা আর তুলনা ভাই। আহা! মাঠঘাট জলে ভরে গেল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নেপথ্যে—বাঁশি বাজিয়া উঠিল।

দ্বিঃ কৃষ। কে বাঁশি বাজায়? বাদলার ধারায় সবাই আনন্দে মেতেছে। এতদিন গান, বাজনা, বাঁশি সব ঝিমিয়ে পড়েছিল।

প্রঃ কৃষ। ঐ যে বিদ্যানিধির টোলের ছেলেরা গাইতে গাইতে আসছে, তারাই বাঁশি বাজাচ্ছে।

[গাইতে গাইতে টোলের ছেলেদের প্রবেশ]

বাদল লেগেছে গগনে গগনে।
কি সুরে বাজাবি বাঁশি,
কি গাহিবি গান,
এ শুভ লগনে?

হৃদয়ে কি এখনও জাগেনি
ওগো, মেঘমল্লার রাগিণী;
গাহিয়া হিন্দোল, দোলানা হিন্দোল,
চমকে যে বিমানে বিভঙ্গী নাগিনী।
ঝর ঝর অঝোরে ঝরে জলধারা।
কোথা পথহারা চন্দ্র তপন তারা?
বুঝি আছে তারা গোপনে, বিভোর স্বপনে।

নেপথ্যে হঠাৎ—মুহুর্মুহু বন্দুকের শব্দ, আর্তনাদ ও কোলাহল।

সকলে। একি? একি? কি হলোরে?

[কয়েকজন ভয়ার্ত গ্রামবাসীর প্রবেশ]

গ্রাঃ বা। পালাও,—পালাও। কোম্পানির ফৌজ এসেছে,

কোম্পানির ফৌজ। পালাও, পালাও,—

সকলে। ওরে, কোম্পানির ফৌজ,—কোম্পানির ফৌজ।

প্রঃ গ্রা। ওরে, যাকে পাচ্ছে, তাকে জবাই করছে।

দ্বিঃ গ্রা। বন্দুক থেকে হলকা হলকা আগুন।... পালা, পালা,—

প্রঃ কৃষ। কম্‌নে পালাব ? কম্‌নে পালাবরে ? আমার গরু, লাঙল, ও পচা, ও হাবলা, পালা, পালা। ওরে, গরু নিয়ে তোরা আসিসনা রে।

দ্বিঃ কৃষ। আরে চুলোয় যাক্ তোমার গরু, চুলোয় যাক্—

প্রঃ কৃষ। গরু চুলোয় যাবে কি ? সে যে পুড়ে ছাই হবে। এমন অধর্ম্ম কথা বল না। পাপ, পাপ,...মহাপাপ।

বন্দুকের মুখ হইতে গুলি ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল।
কয়েকজন আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

সকলে। [ভীষণ চীৎকার করিয়া] ওরে বাবাগো ! ঐ যে এসে গেছেগো ! গেল, গেল,...সব গেল। ঐ যে, ঐ যে !

[নানারূপ কলরব তুলিয়া সকলের পলায়ন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—অরণ্য পথ। কাল—অপরাহ্ণ।

জীবানন্দ বনপথ দিয়া চলিয়াছেন। আজ তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন নাই।—চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই কাবা পরিয়াছেন, মাথায় আমামা, পায়ে নাগরা।—

জীব। কোম্পানির সিপাহী, বরকন্দাজ নগরের পথে ঘাটে কিল্‌বিল্‌ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আনন্দমঠেও বোধহয় হানা দেবে। সন্ন্যাসীরা চালানী খাজনা লুটেছে; তাদেরে শেষ করতে হবে। বেশ।—কর, ধর, বাঁধ, মার। কে বারণ কচ্ছে? সেদিকে একবার ঘেঁষ না? মাথা নিয়ে ফিরে যেতে পার কিনা দেখি। বীরত্ব ফলাচ্ছ যত গরীব, দুঃখীকে মেরে, তাদের হাঁড়ি কলসী ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে। দুদিন ত গ্রামে নগরে খুব তাণ্ডব নাচ নাচলে। পেরেছ একটা বৈষ্ণবকে বন্দী করতে? তাদের খুঁজে পাবে কোথায়? সব বৈষ্ণব আজ ভেখ্‌ বদ্‌লিয়েছে। আমাকে দেখনা?—কে বলবে একজন আহেল মোগল নয়?

নেপথ্যে—গান

ধীর সমীরে তটিনী তীরে
বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্ধর গমন বিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী।

জীব। একি এ? এযে মহারাজার কণ্ঠস্বর। আজ সকল সন্তানই বৈষ্ণবের বেশ পরিত্যাগ করেছে, মহারাজকে কিছুতেই পারা গেল না। চিন্তার বিষয়,...তিনি কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছেন? সিপাহীদের হাতে পড়বেন না ত?

নেপথ্যে আবার গান,—

ধীর সমীরে তটিনী তীরে
বসতি বনে বরনারী।

জীব। না। এযে মহারাজ কি সংকেত কচ্ছেন। তটিনী-তীরে এ কোন বরনারী? যাই সন্ধান করিগে। বোধ হয় কোন নারী নদীর ধারে পড়ে আছে। খেতে না পেয়ে এমনি কত মরছে। যাই, খুঁজে দেখিগে।

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—নিশীথ রাত্রি।

কারাগার মধ্যে স্তিমিত আলোকে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র বসিয়া আছেন। লৌহ-কপাটের বাহিরে একজন প্রহরী ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে।

সত্য। বড় আনন্দের দিন বৎস, আজ। আমরা কারাগারে বন্দী। কংসের এমনি এক কারাগারের পাষাণ-প্রাচীর মধ্যেই মুক্তির মহাদেবতার আবির্ভাব হয়েছিল, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা কারাগারের মধ্যেই শক্তির সাধনা করে,—দেশপ্রাণ সন্ন্যাসীদের কারাগার এক মহান্ তীর্থ।

মহে। তাই বুঝি, আমরা যখন বন্দী হই আপনি কোন বাধা দিলেন না। আপনি একটু সাহায্য করলেই সে পাঁচ সাতটা দুরাত্মাকে নিশ্চয় বধ করতে পারতেম।

সত্য। আমার এ প্রাচীন শরীরে শক্তি কি? আমি যাঁকে অহোরাত্র ডাকি তিনি ভিন্ন আমার আর কোন বল নেই।

মহে। আপনার সে "হরে মুরারে" গানের সুরে কি মোহনিয়া শক্তি আছে জানি না। প্রাণকে তন্ময় করে তোলে। মৃত স্ত্রীকন্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে এ মন্ত্রগান প্রাণভরে শুনলাম,—আমার সব দুঃখ শোক যেন সে বৈকুণ্ঠেশ্বর দেবতার চরণে নিবেদিত হয়ে গেল।

সত্য। বৈকুণ্ঠেশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।

মহে। আর কল্যাণ? সমস্ত আশীর্বাদের অতীত আমি আজ।

সত্য। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হবে বৎস! তোমার স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করলেন, বুঝলাম না।

মহে। সে এক অদ্ভুত কাহিনী প্রভু! সে নাকি দেবতার প্রত্যাদেশ পেয়েছিল।

সত্য। দেবতার প্রত্যাদেশ?

মহে। হাঁ প্রভু! সে দিন স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে বনমধ্য দিয়ে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলি। ধীরানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী পথ দেখিয়ে বন পার করে দিলেন।

সত্য। ধীরানন্দও একজন সন্তান। আমার শিষ্য।

মহে। বন পেরিয়ে এসে, স্রোতস্বিনী এক তরঙ্গিনীতীরে বিশ্রাম করছিলেম, মন আমার তখনও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বিভোর। আমার ব্রতগ্রহণের কথা কল্যাণীকে বল্‌লাম, সে সম্মত হল। পথকষ্টে বড়ই অবসন্না হয়ে পড়েছিল কল্যাণী, ধীরে ধীরে সেই নদীতীরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। আমারও দেহমন সুস্থ ছিল না, বসে বসে জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে তোলাপাড়া কচ্চি মনে মনে,--স্বপ্নোত্থিতা কল্যাণী চেঁচিয়ে বলতে লাগল, শোন শোন স্বামী, আশ্চর্য স্বপ্ন,—আলো, আলো শুধু—আলো, সে আলোর স্বর্গে অপূর্ব এক জ্যোতির্ময়ী দেবী এসে আমায় নারায়ণের সিংহাসন তলে নিয়ে এলেন, চারদিকে সুমধুর সুরে তখন বাঁশি বাজছে। দেবী বল্লেন,--এই সে কন্যা, এর জন্যই মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না,—দেবতার আদেশ হল, তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে আমার কাছে এস। এই দেবী তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করবে।

সত্য। সুন্দর স্বপ্ন। তারপর বাবা?

মহে। পথের বিপদের জন্য, কল্যাণী আমার অজ্ঞাতসারে কিছু বিষ সংগ্রহ করে এনেছিল; ঘুমের ঘোরে সে বিষবড়ি কি করে মাটিতে ফেলে দেয়, মেয়েটি মার কাছেই খেল্‌ছিল, বড়িটি পেয়েই মুখে পুরল, টের পেয়ে তক্ষুণি সে বড়ি মুখ হতে বের করে নিলেম। কিন্তু তিন বচ্ছরের শিশু. ···এক ঢোক যা গিলেছিল তাতেই এলিয়ে পড়ল। তাই দেখে কল্যাণী চোখের পলকেই সে বিষবড়ি গিলে ফেল্লে। আজ আমি বড় একা,--বড় শূন্য এ হৃদয়।

সত্য। কাতর হচ্ছ কেন বাবা? এ মহাব্রত গ্রহণ করলেত স্ত্রী-কন্যাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর।—যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করতেম, স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সে শক্তি আমার চলে গেছে।

সত্য। শক্তি হবে। আমি শক্তি দেব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহে। আমার স্ত্রীকন্যাকে শৃগাল, শকুনিতে খাচ্ছে। আমায় কোন ব্রতের কথা বলবেন না।

সত্য। তোমার মন উত্ত্যক্ত হয়েছে বৎস! হওয়া স্বাভাবিক। তোমার স্ত্রী—কন্যা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। সন্তানেরা তোমার স্ত্রীর সৎকার নিশ্চয় করবে, তোমার কন্যা জীবিত, তাকে উপযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

মহে। কন্যা জীবিত?—আপনি কি করে জান্‌লেন? স্ত্রীর মৃত্যুকাল থেকেত আপনি বরাবর আমার সঙ্গেই আছেন। এক-সঙ্গে বন্দী হয়ে দুজন এখানে এলাম।

সত্য। বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত, তা আমাদের প্রতি দয়া করেন।

মহে। হতে পারে।

সত্য। এখনও সংশয় কাটছে না ? একটা পরীক্ষা দেখবে ?

সত্যানন্দ কারাগাবেব দ্বাবেব কাছে আসিযা কি করিলেন, অস্পষ্ট আলোকে মহেন্দ্র কিছুই টের পাইলেন না।

মহে। কি পবীক্ষাব কথা বলছেন প্রভু ?

সত্য। তুমি এই মুহূর্তেই মুক্ত হবে।

কাবাগাবেব দ্বাব খুলিযা গেল। প্রহবী বেশে এক ব্যক্তি মশাল হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

প্রহ। মহেন্দ্র সিংহ কাব নাম ?

মহে। আমাব।

প্রহ। তোমাব খালাসেব হুকুম হযেছে, তুমি যেতে পাব।

মহে। এঁ ? এখনই ?—এবাত্রেই ?

প্রহ। হাঁ। এখনই,—এবাত্রেই।

মহে। কেউ আট্‌কাবে না ?

প্রহ। না। কেউ আটকাবে না।

মহে। যাই প্রভু! আপনি মহানুভব!

[সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

প্রহ। আপনিও যান না মহাবাজ। আমি আপনার জন্যই এসেছি।

সত্য। তুমি কে ? ধীবানন্দ গোঁসাই না ?

প্রহ। আমি ধীবানন্দ প্রভু।

সত্য। প্রহরী হলে কি প্রকাবে ?

ধীর। ধুতুরো মিশানো কিছু সিদ্ধি সঙ্গে এনেছিলেম। যে খাঁসাহেব আপনাদের পাহারায় ছিলেন, সিদ্ধি পানে ভোর হয়ে তিনি ভূমিশয্যায় ঢলে পড়েছেন। এ জামা পাগড়ি বর্শা,--সবই তাঁরি। নগরে এসে শুনলাম আপনি কারাগারে।

সত্য। তুমি এখন এ পোষাকেই নগর হতে বেরিয়ে যাও। এইরূপে চোরের মত আমি মুক্ত হতে চাই না। আমি যাবো না।

ধীর। সে কি মহারাজ?

সত্য। আজ সন্তানের মহা পরীক্ষা। ধীরানন্দ, তুমি যাও।

[ধীরানন্দের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল।]

সত্য। একি? ফিরে এলে যে?

মহে। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়ে অন্য প্রকারে আজ মুক্ত হব।

মহে। রাত্রিও শেষ। পূর্বাকাশে ঊষার আলো ফুটে উঠছে।

সত্য। ঊষার আলো দেখতে পেয়েছ বাবা? তুমি ভাগ্যবান। কত দীর্ঘ দিন কেটে গেল, কি অশুভক্ষণে মহম্মদ বিন কাশেমকে এ ভারতবর্ষ অভ্যর্থনা করেছিল। সে দিন সন্ধ্যায় ভারতের অস্তাচলে আরক্ত সূর্য যে ডুবে গেল, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হল, এ ভারতে সুখময়ী ঊষা আর ফিরে এল না।

"হরে মুরারে" ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া একদল সন্তানসেনা কারাগার মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল।

নেপথ্যে—বন্দুকের মুহুর্মুহু শব্দ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বন পথ। কাল—ঊষার পূর্ব্বাহ্ন।

শান্তি বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে গাইতেছিল। তাহার অঙ্গের গৈরিকবসন পুরুষদের মত পরিহিত। একখানা মৃগচর্ম্ম গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া কাটা।

দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে ?
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাওরে।
হরি হরি হরি, হরি বলি রণরঙ্গে
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে।
তুমি কার কে তোমার কেন এসো সঙ্গে ?
সংসারেতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।
পায়ে ধরি প্রাণসখা আমা ছেড়ে যেওনা।
ওই শোন বাজে ঘন রণজয় বাজনা,
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না।
সংসারেতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আনন্দমঠ। কাল—সন্ধ্যা।

মঠের একটা বিস্তীর্ণ কক্ষ মধ্যে সত্যানন্দ, ভবানন্দ ও জীবানন্দ।

জীব। কোম্পানির কারাগার ভেঙে সেদিন আপনাদেরে উদ্ধার করতে পেরেছি বটে মহারাজ! কিন্তু এ যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে। সিপাহীর তোপের মুখে অনেক সন্তান প্রাণ দেছে। দেবতা আমাদের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন?

সত্য। যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়ই আছে। সেদিন আমরা জয়ী হয়েছিলেম, আজ পরাভূত হয়েছি। শেষ জয়ই কিন্তু জয়। দেবতা অপ্রসন্ন নন। আমার নিশ্চিত ভরসা,—যিনি এতদিন দয়া করেছেন, সে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী পুনর্বার দয়া করবেন তাঁর পাদস্পর্শ করে যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হয়েছি, সে ব্রত অবশ্য আমাদের উদ্‌যাপন করতে হবে।

জীব। আর কি কঠোর তপস্যার প্রয়োজন মহারাজ?

সত্য। দেখ জীবানন্দ! আমাদের এ পরাজয়ের প্রধান কারণ, আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি, বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হবে? এক্ষণ আমাদের কর্তব্য, যাতে আমাদেরও কামান বন্দুকাদির মত অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার!

সত্য। কঠিন ব্যাপার? সন্তান হয়ে তুমি এমন কথা মুখে আনলে জীবানন্দ? সন্তানের কাছে কঠিন কাজ কি আছে?

জীব। কি প্রকারে তা সংগ্রহ করব আজ্ঞা করুন।

সত্য। এ কাজের জন্য সহসা আমি তীর্থ যাত্রা করব। যতদিন না ফিরি ততদিন কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করোনা। সন্তানদিগের একতা রক্ষা করো। তাহাদের আহারের ব্যবস্থা ঠিক রেখো,—আর মা'র রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করবে। এ ভার তোমাদের দুজনের উপর রইল।

ভব। তীর্থযাত্রায় এ সব সংগ্রহ করবেন কি প্রকারে? কামান বন্দুক কিনে পাঠাতে বড় গোলমাল হবে। এত পাবেনও বা কোথায়? কেই বা বেচবে, আনবেও বা কে?

সত্য। কিনে এত সংগ্রহ করা কি সম্ভব? আমি লোক সংগ্রহ করব। সেই সব কারিগর এখানে এসে গোলাগুলি কামান সব প্রস্তুত করবে।

ভব। সে কি? এ আনন্দমঠে?

সত্য। তা কি হয়? এর উপায় আমি বহুদিন থেকে চিন্তা কচ্ছি। ঈশ্বর সে সুযোগ করে দেছেন। তোমরা বলছিলে ভগবান প্রতিকূল, আমি দেখছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

ভব। সেখানে কি প্রকারে হবে? সেত মহেন্দ্র সিংহের জমিদারী।

সত্য। এ জন্য আমি মহেন্দ্রকে এ ব্রত গ্রহণ করাবার জন্য এত আকিঞ্চন কচ্ছি।

ভব। মহেন্দ্র সিংহ কি এ ব্রত গ্রহণ করবেন?

সত্য। এ রাত্রেই দীক্ষা দেব।

জীব। ব্রত গ্রহণের জন্য তাঁর কিছু আকিঞ্চন হয়েছে কি? তাঁর স্ত্রীকন্যা কোথায়? নদীতীরে একটা পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক মরে পড়ে আছে দেখলেম, তার বুকের উপর একটা জীবন্ত শিশু-কন্যা।—কন্যাটি এতই কমনীয়া, আমাদের মত কাটখোট্টা সন্ন্যাসীর বুকেও স্নেহ জাগিয়ে তুল্লো। মেয়েটিকে আমার ভগ্নীর বাড়ীতে রেখে এসেছি। তারাই মহেন্দ্র সিংহের স্ত্রীকন্যা নয়ত?

সত্য। তারাই মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা।

ভব। তাই নাকি?

সত্য। প্রায় আমার চোখের উপরেই মহেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমি অরণ্যের আড়াল হতে তাকে মরবার সময় হরিনাম শুনিয়েছি।

জীব। আপনার সঙ্গীতের সংকেত পেয়েই আমি নদীর দিকে যাই। মহেন্দ্রের স্ত্রী কি করে মারা গেল?

সত্য। বিষ পানে। মহেন্দ্রের কাছে শুনলাম, তাকে প্রাণত্যাগ করবার জন্য প্রত্যাদেশ হয়েছিল।

জীব। সন্তানদের কার্যোদ্ধারের জন্য?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সে রূপেই শুনেছি। রাত্রি হয়ে এল, যাই, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে সন্তানদের দীক্ষা দেওয়ার যোগাড় করিগে।

জীব। মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেউ আপনার শিষ্য হওয়ার স্পর্ধা রাখে নাকি?

সত্য। একটা কিশোর বালক দীক্ষার জন্য এসেছে।

খাঁটি সোনা মনে হয়। একে গড়ে পিটে তৈরি করবার ভার তোমাকেই নিতে হবে জীবানন্দ।

জীব। আমি কি সেকরা প্রভু?

সত্য। সন্তানদের মধ্যে তুমিই নিপুণ স্বর্ণকার। ঘষে মেজে, গড়ে, সোনার উজ্জ্বল সুন্দব রূপ ফুটিয়ে তুলতে তুমিই পার,—খাদ মিশাবার ওস্তাদিও বোধ হয় তোমার অজানা নেই।

জীব। আমি মহারাজেরই শিষ্য।

সত্য। ভাল, ভাল। আমি এখন উঠি বৎসগণ। তোমরাও একটু বিশ্রাম কবগে। একটা কথা তোমাদেরে বলবার আছে।

ভব। আজ্ঞা করুন।

সত্য। তোমরা দুজনে যদি কোন অপরাধ করে থাক, আমি তীর্থ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রায়শ্চিত্ত করো না। পরে অবশ্যই করতে হবে। যাই, দীক্ষার সময় হয়েছে।

[প্রস্থান]

ভব। ব্যাপার কি জীবানন্দ? তোমার উপর নাকি?

জীব। ভগ্নীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যাকে রাখতে গিয়েছিলেম, বোধহয় সেজন্যই।

ভব। তা:তে দোষ কি? ভগ্নীর বাড়ী যাওয়াত নিষিদ্ধ নহে। ও,—ভাল কথা, সেখানে তোমার ব্রাহ্মণী আছেন না?—শান্তিদেবী? দেখা করে এসেছ বুঝি?

জীব। গুরুদেব বোধহয় তাই মনে করেন।

ভব। আমার সম্পর্কেও হতে পারে। আমি মহেন্দ্রের মৃত স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলেছি কিনা।

জীব। সে কি ?

ভব। একটা মুষ্টিযোগ জানি,—শুধু লতাপাতার। তাতে বিষপানে মরা নিশ্চয় বেঁচে ওঠে।

জীব। আশ্চর্য ! এখন কোথায় তিনি ?

ভব। নগরে, দূর সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া আছেন,—গৌরী ঠাকুরাণী। ঠাট্টা করে তাঁকে ঠানদিদি বলে ডাকি। তাঁর কাছেই রেখে এসেছি !

জীব। মহেন্দ্রকে এ কথা জানালে হত না ?

ভব। এখন কোন প্রয়োজন নেই, তাতে মহেন্দ্রের দীক্ষার ব্যাঘাত হতে পারে।

জীব। কিন্তু গুরুদেব যে অন্তর্যামী। মনে হয় তিনি সব জানেন।

ভব। সম্ভব। হয়ত সে জন্যই এই ইঙ্গিত।

জীব। যাক। চল, আমরা বিশ্রাম করিগে। সন্ধ্যার শুকতারা অস্তগামী। দীক্ষার লগ্ন হয়েছে। গুরুদেব এখনই আসবেন।

[উভয়ের প্রস্থান]

নেপথ্যে—"জয় জগদীশ হরে,—জয় জগদীশ হরে"।

[সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের প্রবেশ]

সত্য। তোমার দীক্ষার এ শুভ ক্ষণে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি,—তোমার কন্যাটি নিরাপদে আছে।

মহে। কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলে ডাকৃছ কেন ?

মহে। মঠের সকলেই ডাকে, তাই। আমার কন্যা

কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তা শুনবার আগে একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাওত।—তুমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করবে ?

মহে। করব,—তা স্থির নিশ্চিত।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় জানতে চেয়োনা।—যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তার স্ত্রী, কন্যা কারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে নেই। তাদের মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে।

মহে। এত কঠিন নিয়ম কেন প্রভু ?

সত্য। সন্তানের কাজ কঠিন। সর্বত্যাগী ভিন্ন অন্য কাকেও দিয়ে এ কাজ সম্ভবেনা। মায়ারজ্জুতে যার চিত্ত বদ্ধ, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত মাটি ছেড়ে সে উর্ধ্ব দিকে উঠতে পারেনা।

মহে। কথাটা ভাল বুঝলাম না মহারাজ! যে স্ত্রী-কন্যার মুখ দর্শন করে সে কি কোন কার্যের অধিকারী নয় ?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলে যাই। মায়ের কাজে প্রাণ উৎসর্গই সন্তানধর্মের বীজমন্ত্র। কন্যার মুখ দেখলে কি তুমি মরতে পারবে ?

মহে। না দেখলে কি তাকে ভুলব ?

সত্য। না ভুলতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করো না।

মহে। সন্তান মাত্রই কি স্ত্রী-কন্যাকে বিস্মৃত হয়ে এ ব্রত গ্রহণ করেছে ? তা হলে বলব,—সন্তানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ,—দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যারা অদীক্ষিত তারা সংসারী।—যুদ্ধের সময় আসে, লুটের ভাগ নিয়ে চলে যায়। যারা দীক্ষিত, তারা সর্বত্যাগী। তারাই সম্প্রদায়ের

কর্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হতে অনুরোধ করি না। যুদ্ধের জন্য লাঠি, সড়কিওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হলে সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্যের অধিকারী হবে না।

মহে। দীক্ষা কি ভাবে নেব? আমিত ইতিপূর্বেই মন্ত্রগ্রহণ করেছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করতে হবে। আমার নিকট হতে পুনর্বার মন্ত্র নেবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করব কি প্রকারে?

সত্য। সে পদ্ধতি বলে দেব।

মহে। নূতন কি মন্ত্র নেব?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। বুঝলাম না মহারাজ! সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।

সত্য। সে চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্ম,—নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যা উৎপন্ন। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ,—দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। শ্রীভগবান বারবার শরীর ধারণ করে অধর্মের অভ্যুত্থান হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন।—কেশী, হিরণ্য-কশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে,—রাবণাদি রাক্ষসগণকে,—কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজন্যগণকে ধ্বংস করে যুগে যুগে তিনি বসুন্ধরাকে নিরাময় করেছেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, তিনিই সন্তানের ইষ্ট দেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-ধর্ম সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম নয়,—অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়। কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি

অনন্ত শক্তিময়। সন্তানের বিষ্ণু...শুদ্ধ শক্তিময়। চৈতন্য-সম্প্রদায় ও আমরা উভয়েই বৈষ্ণব। কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব। বুঝলে কথাটা ?

মহে। না। এ যেন নূতন কথা শুন্‌ছি।—কাশিমবাজারে একটা খৃষ্টান পাদরীর দেখা পেয়েছিলেম, তিনিও এই রকম সব কথা বলছিলেন,—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়, তোমার যীশুকে প্রেম কর।

সত্য। যে রকম কথা আমাদের চতুর্দশ পুরুষ বুঝে এসেছেন, সে রকম কথাই তোমাকে বুঝাচ্ছি, শুনেছত ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক।—

মহে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ?

সত্য। হাঁ। এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনার কথা তোমায় বোল্‌ছি।—সত্ত্ব গুণ হতে তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তার উপাসনা হয় ভক্তির দ্বারা। চৈতন্য-সম্প্রদায় তাই করেন। রজোগুণ হতে তাঁর শক্তির বিকাশ,—এর উপাসনা, অধার্মিক, দেবদ্বেষী দানবগণের রুধিরধারার অঞ্জলি দ্বারা। আমরা তা করি।

মহে। তমোগুণের পূজারী কা'রা ?

সত্য। তমোগুণ হতেই ভগবান শরীরী মূর্তিতে প্রকট হয়েছিলেন। স্রক্‌চন্দনাদি উপচারে সে গুণের পূজা সর্বসাধারণ হিন্দুরা করে থাকে।

মহে। বুঝলাম। সন্তানেরা তবে উপাসক-সম্প্রদায় মাত্র।

সত্য। আমরা তাই। আমরা রাজ্য চাই না, ধন চাই না, মান চাই না, চাই নিপীড়িতা দেশমাতার বন্ধন-মুক্তি, চাই অনাচার

অধর্ম হতে পুণ্যভূমি এই আর্যস্থানের পুনরোদ্ধার। বড় দুঃখে বাবা, এ কঠোর ব্রত নিয়েছি। আমাদের হৃদয় পাষাণে গড়া নয়। স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম-প্রণয় এ হৃদয়ের পরতে পরতে নিত্য প্লাবন তোলে, আমরা সে স্নিগ্ধ প্লাবন-প্রবাহে মায়ের চরণ সিক্ত করে দিই।— এই আমাদের সুখ, এই আমাদের স্বর্গ।

মহে। আমি দীক্ষা নেব প্রভু!

সত্য। জানি তা বৎস! তোমার মত দেশপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি মাকে উপেক্ষা করতে পারে না। দীনদুঃখীরা দুর্ভিক্ষে মহামারীতে লাখে লাখে মরছে,—ধনীর দুলালেরা রাজদ্বারে হাত কচলাচ্ছে, মার কথা ভাববে কে? শুদ্ধ ক'টা উন্মাদ তরুণ, সংসারের সমস্ত সুখ-সম্পদ, বাসনা-কামনা অবহেলা করে দুর্গম কণ্টক-পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তাদের দুর্দান্ত সাহস, বুকভরা মাতৃভক্তি।

মহে। আপনার মত ভাগবত যাদের পথপ্রদর্শক, কণ্টক-পথ তাদের কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যাবে।

সত্য। এস বৎস, দেবতার পীঠস্থানে। সেখানেই তোমাদের দীক্ষা হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আনন্দমঠের মন্দিরাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।

মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক তরুণ সন্ন্যাসী মেঝেতে বসিয়া মৃদু মৃদু স্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছেন। সন্ন্যাসীর মুখ দীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফে আবৃত।

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান,
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান

জয় জয় দেব হরে।

গান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। নারায়ণের বিগ্রহ মূর্তিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

সত্য। এই যে? তুমিও এসে গেছ দেখছি। তুমি দীক্ষা নেবেত?

সন্ন্যা। আমাকে দয়া করুন।

সত্য। তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, অনশনে আছত?

উভয়ে। আছি।

সত্য। এ ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্মের সকল নিয়ম পালন করবে।

উভয়ে। করব।

সত্য। যতদিন মাতার উদ্ধার না হয় তত দিন গৃহধর্ম ত্যাগ করবে।

উভয়ে। ত্যাগ করব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী?

উভয়ে। সকলকেই ত্যাগ করলেম।

সত্য। ধন সম্পদ ভোগ?

উভয়ে। সকলই পরিত্যাজ্য হল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করবে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও একাসনে বসবে না।

উভয়ে। বসব না। ইন্দ্রিয় জয় করব।

সত্য। ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর,—আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করব না। যা উপার্জন করব সব বৈষ্ণব ধনাগারে দেব।

উভয়ে। দেব।

সত্য। সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করব।

উভয়ে। করব।

সত্য। রণে কখনও ভঙ্গ দেব না।

উভয়ে। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভয়ে। জ্বলন্ত চিতায়, বা বিষপানে বা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করব।

সত্য। আর একটা কথা,—জাতি। তোমারা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি, তুমি কোন্ জাতি?

সম্মা। আমি ব্রাহ্মণ-কুমার।

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতি ত্যাগ করতে পার? সকল সন্তান এক জাতীয়,— ব্রাহ্মণ-শূদ্রে, চণ্ডাল-চামারে মায়ের

সার্বজনীন পূজায় কোন বিচার নেই।—এ মহাব্রতে জাতের জারিজুরি চলবে না।

উভয়ে। আমরা জাতের বিচার করব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান,—এক জাতি।

সত্য। ভাল। এবার তোমাদের দীক্ষা দেব। যা প্রতিজ্ঞা করলে তা কখনও ভঙ্গ কর না। মুরারি স্বয়ং সাক্ষী।—যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা,—যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখরে তুল্য রূপে বাস করেন,—সে রাবণ-কংস-জরাসন্ধ-হিরণ্যকশিপু-বিনাশকারী হরি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করবেন।

উভয়ে। তথাস্তু।

সত্য। বৎসগণ! যিনি তোমাদের হৃদয়ের মর্মকোষে অবস্থিত, সে পরম দেবতার রূপ চিন্তা কর,—

"ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড় বাহনম্।
হৃদি নীলোৎপল শ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্"॥

ঊর্ধ্বে…চন্দ্রতারকাখচিত দীপ্ত আকাশ, নিম্নে….বসুধার বুকে বিলোল জ্যোৎস্না-প্রমোদিত নিশীথিনী। এ আলোর সমারোহ মধ্যে তোমরা নব জীবনের আলোর পথে যাত্রা আরম্ভ কর,—সম্মুখে তোমাদের জ্যোতির্ময়ী উষা। এ মৌন শান্ত নিশাকে নন্দিত করে তোমাদের দীক্ষার শুভলগ্নে বেজে উঠুক মুরজ মুরলী বীণাতে মধুর ঐক্যতান, মুখরিত হোক উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সুরে মাতৃবন্দনা,—"বন্দেমাতরম্"—

সত্যানন্দ যখন দীক্ষাদান কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন তখন বন্দেমাতরম্ গান বিনা বাঁশীতে বাজিতে লাগিল।

সত্য। ওঁ সহ নাববতু, সহনৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

পরমাত্মা গুরু শিষ্য উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল দান করুন, সমভাবে উভয়ে আমরা যেন সামর্থ্য অর্জন করতে পারি, আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হোক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এ ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক,—শান্তি হোক,—শান্তি হোক। ওঁ দ্যৌ শান্তিঃ অন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ সর্বশান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ! মহেন্দ্র,—

মহে। কি আজ্ঞা প্রভু!

সত্য। ইষ্ট দেবতার বীজমন্ত্র কখনও বিস্মৃত হয়ো না। তুমি যে মহাব্রত গ্রহণ করলে এতে ভগবান সন্তানদের প্রতি অনুকূল মনে হয়। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য অনুষ্ঠিত হবে।

মহে। আপনার আশীর্বাদে এ দীন ধন্য আজ।

সত্য। তুমি পদচিহ্নে ফিরে যাও!

মহে। পদচিহ্নে?

সত্য। হাঁ বৎস! পদচিহ্নে যেতে যে তোমার মন চাইছে না, তা জানি, কিন্তু তুমি এখন দীক্ষিত, মায়া মমতার কোনরূপ পরিবেদনা মনে ঠাঁই দিও না।

মহে। পদচিহ্নে যেয়ে কি করব?

সত্য। দেখ বৎস! মুষ্টিমেয় সন্তানেরা একটা দুর্দান্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংঘাতে নেমেছে,—যে শক্তি অস্ত্রের প্রাচুর্যে, সৈন্যের সংখ্যায় সন্তানদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ! সন্তানদের আছে কি?—ক'টা ঢাল, সড়কি,—আর শুদ্ধ অপ্রমেয় মনোবল। অবশ্য মনোবল প্রয়োগ করে অনেক প্রবল বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করা যায়।—আমরা যখন বৈষ্ণব, তখন প্রেমের দ্বারা ও অহিংসার বাণী প্রচার করে একবার চেষ্টা করে দেখলেম না কেন, হয়ত এ প্রশ্ন তুল্‌বে,···হয়ত বল্‌বে, এমন অসমদ্বন্দ্বে নেমে, দেশের বল ভরসা---এ তরুণ সন্তানদেরে বলি দিচ্ছি কেন?

মহে। মনে একবার সে সংশয় জেগেছিল প্রভু!

সত্য। জেগেছিল নয়।—এখনও জাগ্‌ছে। তোমাকে বলেছি না,—আমরা চৈতন্যসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব নয়? আর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সে মহান সন্ন্যাস,—সে উদার প্রেম-মন্ত্রপ্রচার, এই দেশ হতে কি হিংসাকে একটুকুও তাড়াতে পেরেছে? স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেবের সে কঠোর তপস্যা,—অহিংসার সে মঙ্গলমন্ত্র কবে কোন রক্তবন্যায় ভেসে গেছে! এ দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রতীচীর পানে চোখ ফিরাও,—প্রেমাবতার—যীশুখ্রীষ্টের প্রিয় বাণীর কি শোকাবহ পরিণাম! তাঁর পরম ভক্ত শিষ্যগণ আজ শস্ত্রশালায় তাঁর সে অমল-শুভ্রপ্রেম, চূর্ণ চূর্ণ করে গোলাবারুদ তৈইরি কচ্ছে। হয় না বৎস! হয়না,—অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। জয় করা যেত,—যদি মানবসমাজে সে মন্ত্রপ্রচার করা হত।

মহে। মানব সমাজে কি সে মন্ত্র প্রচারিত হয় নি?

সত্য। না বৎস! আর্যদের ভারত-অভিযানের সময় সারা দেশে হিংস্র পশুর দল যেমন প্রবল ছিল, এখনও তেমন প্রবল —পশুশক্তির কাছে অহিংসার এক কাণা কড়ি মূল্য নেই। অতি স্বল্প সংখ্যক মানবই চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্টের কাছে সত্যদীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের আশীর্বাদে এখনও মা, ছেলের মুখে স্তন্য ঢাল্‌ছে, ভগ্নী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব কচ্ছে। আমরা চাই,—হিংসাকে দিয়ে হিংসা জয় করতে। কিন্তু অস্ত্র বলে আমরা বড় দুর্বল। আমাদের কোন দুর্গ নেই, গড় নেই, অস্ত্রশালা নেই। তোমার পদচিহ্নের প্রাসাদকে এ কার্যে ব্যবহার করতে চাই। ভবানন্দ, জীবানন্দের মত তোমাকে ঘুরে ফিরে যুদ্ধ করতে হবে না। পদচিহ্নে ফিরে যাও। দু হাজার সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে। নানা দেশ খুঁজে কুশল শিল্পিগণকে সংগ্রহ করে অতি শীঘ্রই সেখানে পাঠিয়ে দেব। তাদের দ্বারা একটা অজেয় দুর্গ, প্রচুর কামানবন্দুক গোলাগুলি প্রভৃতি অস্ত্র তৈইরি করাবে,—দুর্গের মাঝখানে একটা লৌহ নির্মিত দুর্ভেদ্য ঘর গড়াবে, সেটা হবে সন্তানের অর্থ ভাণ্ডার। রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। তুমি ওঠ বৎস। এখনই যাত্রা কর।

মহে। যে আজ্ঞে।

[সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

সত্য। [সন্ন্যাসীশিষ্যের প্রতি] কি বৎস? শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে ত?

সন্ন্যা। কি করে বলব? আমি যাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভণ্ডামী, নয়ত আত্মপ্রতারণা।

সত্য। ভাল বিবেচনা করেছ। যাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয় সে অনুষ্ঠান করো। আশীর্বাদ কচ্ছি, তোমার যত্ন সফল হোক। বৎস! তোমার কি নাম এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নি। তোমায় কি বলে ডাকব?

সন্ন্যা। আপনার যা অভিরুচি। আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

সত্য। তোমার নিতান্ত নবীন বয়স। তুমি নবীনানন্দ নাম গ্রহণ কর।

সন্ন্যা। যে আজ্ঞে।

সত্য। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্বে কি নাম ছিল? সন্তানধর্মের নিয়ম এই,—যা অবাচ্য, নিতান্ত গোপনীয়, তাও গুরুর কাছে বলতে হয়।

নবী। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা। [সন্ন্যাসীর দাড়ি ধরিয়া টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল] ছিঃ! আমার সঙ্গে প্রতারণা? আমাকেই ঠকাবে যদি, এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আব দাড়ি ছোট করলেও কণ্ঠস্বর, চোখের চাহনি কি লুকোতে পার? এত অন্ধ, এত নির্বোধই যদি হতেম, এত বড় কাজে কি হাত দিতেম?

নবী। প্রভু! কি দোষই বা করেছি? এ বাহুতে কি শক্তি থাকতে পারে না?

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

নবী। সন্তানের বাহুবল কি আপনি কখনও পরীক্ষা করে থাকেন ?

সত্য। থাকি।

নবী। কি পরীক্ষা ?

সত্য। [একখানা ইস্পাতের ধনুক ও লোহার খানিকটা তার দেখাইয়া] যে, এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার গুণ দিতে পারে সেই প্রকৃত বলবান।

নবী। সকল সন্তানই কি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ?

সত্য। না। গুণ দিতে গেলে ধনুক উঠে পড়ে,—যে গুণ দিতে যায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে। এ পরীক্ষার দ্বারা কার কত শক্তি বুঝেছি মাত্র।

নবী। কেউ কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি ?

সত্য। চার জন মাত্র। এক জন আমি।

নবী। আর কে কে ?

সত্য। জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ।

নবী। আমায় দিন দেখি।

ধনুক তুলিয়া গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণ তলে রাখিল।

সত্য। এ কি ? তুমি দেবী না মানবী ?

নবী। [কর জোড়ে] আমি সামান্যা মানবী,—ব্রহ্মচারিণী।

সত্য। তাই বা কিসে ? তুমি বালবিধবা ? না।—বিধবার এত বল ত হয় না। তারা যে একাহারী।

নবী। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট ?

নবী। না। তাঁর উদ্দেশেই এসেছি।

সত্য। ও! মনে পড়ছে। জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী? কৈ? উত্তর দিচ্ছ না যে? কেন এ পাপাচার করতে এলে মা?

নবী। পাপাচার কি প্রভু? সহধর্মিণীর স্বামীর অনুসরণ কি পাপাচার?—একে সন্তানধর্মের শাস্ত্রে যদি পাপাচরণ বলে, তবে সে সন্তানধর্ম, অধর্ম···আমি যাঁর সহধর্মিণী তাঁর সঙ্গে ধর্মাচরণ করতে এসেছি।

সত্য। তুমি সাধ্বী। কিন্তু তুমি দেখ মা! পত্নী কেবল গৃহধর্মেই সহধর্মিণী,—বীরধর্মে রমণী কি?

নবী। কোন অপত্নীক পুরুষ মহাবীর হয়েছেন বলুনত? রাম সীতা না হলে কি বীর হতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ? ভীমের যত বল, তত পত্নী। কি বলব আপনাকে? বলতে হবেই বা কেন?

সত্য। কথা সত্য। কিন্তু কোন বীর রণক্ষেত্রে জায়া নিয়ে আসে?

নবী। অর্জুন যখন যাদবী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কে প্রভু! তাঁর রথ চালিয়েছিল? রণক্ষেত্রে দ্রৌপদীকে সঙ্গে এনে তাঁর অবেণীসম্বদ্ধ কেশরাশির তরঙ্গাভিঘাতেই না পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে জয়ী হতে পেরেছিল?

সত্য। তা হোক।---সামান্য মানুষের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় না। সন্তানদের ব্রতের বিধানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসা নিষেধ। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত, তুমি

আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙে দিতে এসেছ।

নবী। আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াতে এসেছি। জানবেন,—আমি ব্রহ্মচারিণী। স্বামী সন্দর্শনের জন্য কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আমি সহধর্মিণী হয়ে কেন তার ভাগিনী হব না? তাই এসেছি।

সত্য। ভাল। দিন কত পরীক্ষা করে দেখি।

নবী। আনন্দমঠে থাকতে পাব কি?

সত্য। আজ আর কোথায় যাবে?

নবী। তারপর?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমার ললাটেও আগুন আছে মা! সন্তানসম্প্রদায়কে কেন দাহ করবে?

নবী। তবে?

সত্য। দেখি, কি ব্যবস্থা হয়। আশীর্বাদ করি শ্রীকৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন, সন্তানের মঙ্গল করুন। যাও মা! মন্দিরপ্রাঙ্গণে লোক আছে, সেই তোমাকে এ রাত্রে থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দেবে। এই উষাক্ষণেই তীর্থ যাত্রায় বেড়িয়ে পড়ব। আমি উঠি মা! [প্রস্থান]

নবী। র' বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন? আমি পোড়াকপালী না, তোর মা পোড়াকপালী? যাই। নারায়ণ! নারায়ণ! এ অবলা বালার বাহুতে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও।—

[বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আনন্দমঠের কুটীর শ্রেণী। কাল—রাত্রি।

একটা কুটীরকক্ষে ভবানন্দ একা বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, গীতাখানা সম্মুখে পড়িয়া আছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

ভবা। সুন্দর! সুন্দর!—যেন সন্ধ্যার শুকতারা শ্যাম দুর্বাদলের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে···নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীলাভ, নাসা শীতল,—ললাটদেশ মৃত্যুর করাল ছায়ায় গাহমান!—যেন মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ে দ্বন্দ্ব লেগেছে,—

গোবর্ধনের সঙ্গে নবীনানন্দ প্রবেশ করিল। গোবর্ধনও ক্ষুদ্রদরের একজন সন্তান। বয়সে,—প্রৌঢ়।

ভবা। এঁ্যা! কে? [কুটীরের দরজা বন্ধ করিলেন]

গোব। ও দিকের কোন ঘরই পছন্দ হল না?

নবী। না ভাই, এ দিকের ঘরগুলিই ভাল দেখছি।

গোব। ভাল বটে। কিন্তু এ গুলিতে লোক আছে।

নবী। কারা আছেন?

গোব। বড় বড় সেনাপতিরা।

নবী। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দ-মঠ আনন্দময়।

নবী। এই সুমুখের ঘরটা বেশ বড়। এটা কার ঘর?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুরের।

নবী। তিনি আবার কে? [দরজা খুলিয়া] কৈ? ঘরেত কেউ নেই?

গোব। কোথাও গিয়েছেন বোধ হয়। এখনিই আসবেন।

নবী। এই ঘরটিই সকলের চেয়ে ভাল।

গোব। ভালত বটে। কিন্তু এ ত হবে না।

নবী। কেন?

গোব। জীবানন্দ গোঁসাই এখানে থাকেন যে?

নবী। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নেবেন।

গোব। তা কি হয়? তিনি হলেন কর্তা।—

নবী। আচ্ছা, গোবর্ধন গোঁসাই! তুমি যাও। স্থান না পাই, গাছ তলায় থাকব।

গোব। যাই তবে। বড় ঘুম পাচ্ছে। [প্রস্থান]

নবীনানন্দ কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মহাভারত পুঁথিখানা খোলা পড়িয়া আছে। তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

নবী। প্রাণাধিকম্ ভীমসেনম্ কৃতবিদ্যম্ ধনঞ্জয়ম্।
দুর্যোধনঃ লক্ষয়িত্বা পর্যতপ্যত দুর্মনাঃ॥
ততঃ বৈকর্তনঃ কর্ণঃ শকুনিঃ চ অপি সৌবলঃ।
অনেকৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ তে জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্॥

[জীবানন্দের প্রবেশ]

জীব। এ কি এ? শান্তি? জতুগৃহদাহ করতে এলে নাকি?

নবী। শান্তি কে মহাশয়?

জীব। বাঃ! শান্তি কে মহাশয়? কেন? তুমি শান্তি নও?

নবী। আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।

[পুঁথি পাঠ করিতে লাগিল]

পাণ্ডবাঃ অপি তৎ সর্বম্ প্রতিচক্রুঃ যথাগতম্।
উদ্ভাবনম্ অকুর্বন্তঃ বিদুরস্য মতে স্থিতাঃ॥

জীব। বাঃ! এও এক নূতন রঙ্গ বটে। তারপর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে করে?

নবী। ভদ্রলোকের মধ্যে একটা রীতি আছে,—প্রথম আলাপে, "আপনি", "মহাশয়" ইত্যাদি সম্বোধন করতে হয়। আপনাকে আমি অসম্মান করে ত কথা কইছি না, আপনি কেন আমাকে "তুনি" "তুমি" কচ্ছেন?

জীব। যে আজ্ঞে। দীনের বিনীত নিবেদন, কি কারণে মহাশয়েব ভরুইপুর হতে দীন ভবনে শুভাগমন হল?

নবী। এত ব্যঙ্গ করা কেন? ভরুইপুব আমি চিনি না। সন্তানধর্মে আমি আজ দীক্ষা নিয়েছি।

জীব। আঃ! সর্বনাশ! সত্যি নাকি?

নবী। সর্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত না?

জীব। তুমি যে স্ত্রীলোক।

নবী। সে কি? এমন কথা বলছেন কেন?

জীব। আচ্ছা, তুমি থাক এখানে। আমি যাই। এমন মহানিশা রহস্যালাপের জন্য নয়। [প্রস্থান]

নবী। আরে শুনুন, শুনুন। অ গোঁসাই! অ ঠাকুর! শুনে যান,— ৯

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রেশমের কুঠি। কাল—মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়।

কুঠিরকক্ষে টেবিলে কুঠিয়াল ডনিওয়ার্থ ও কোম্পানির সেনাদলের কাপ্তেন টমাস্ খানা খাইতেছিলেন। করিমদ্দি খানসামা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে

ডনি। I have been waiting for you till noon my friend !

টমাস। Sorry. Circumstances are very bad, all Calcutta is filld with alarm.

ডনি। খানসামা,—

করি। জী! হুজুর ?—

ডনি। আউর একটো "লব্‌ষ্টার ফ্রাই" ফর কাপ্টেন সাহেব।

করি। যো হুকুম।

ডনি। থাড়া "ফাউল কারি"। সমঝা ?—

করি। জ। -

ডনি। জল্‌দি—

করিমদ্দির প্রস্থান]

ডনি। O my friend, look after my children when I am dead.

টম। Pluck up a little spirit. The danger is not brewing here.

["ব্রাই", "হুক্কা" ইত্যাদি লইয়া বাবুর্চির প্রবেশ।

ডনি। ডাও, ক্যাপ্টেন সাহেবকো ডাও।

টম। মাই ফ্রেণ্ড। টোমার বাবুর্চি আচ্ছা রাঁটিটে পারে। তুমি খাইটেছ না কেন? ইট্, ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি। টুমি কোন চিণ্টা করিবেনা। সমষ্ট 'বিবেলকে' হামি মাড়িয়া ফেলিবে। The other day we won the battle. In our side 157 native sepayes only against 14,700 rebels. It is not a cock and bull story Mr Donny! টুমি তোমাব ইষ্ট্রি, পুট্রকে কলিকাটা হইটে এইখানে লইয়া আসিবে। হামি বদলী হইয়া আসিয়াছে, এইখানে ঠাকিব। ডর নাই।

ডনি। টুমি ট বেশ বাংলা বলিটে পারে কাপ্টেন!

টম। বাংলা সুণ্ডব আছে। হামি শিকার করিটে যাইলে বাংলা বলিটে হয়।

ডনি। বোয়, পনীর, চিজ্—জল্দি,---

বাবুর্চি। জী! যো হুকুক। [প্রস্থান

টম। হামি আভি শিকার করিটে যাইবে। Will you go my dear? Fine fine deers in deep forest.

ডনি। All right.

টম। Hurry up then, the Sun is comming down.

ডনি। বোয়, বোয়, হারি আপ্,—হারি আপ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অরণ্যপথ। কাল—সন্ধ্যা।

ভবানন্দ পথ চলিতে চলিতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলেন,- তাঁহার আগে আগে একটা লোক যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিলেন,—

ভব। কে যাও হে ?

লোক। পথিক।

ভব। বন্দে।—

লোক। মাতরম্।—

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

লোক। আমি ধীরানন্দ।

ভব। কোথায় গিয়েছিলে ধীরানন্দ ?

ধীর। আপনার সন্ধানে।

ভব। কেন ?

ধীর। একটা কথা বলতে।

ভব। কি কথা ?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এখানেই বলনা। এ অতি নির্জ্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়েছিলেন ?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে ?

ভব। তুমিও নগরে গিয়েছিলে নাকি ?

ধীর। সেখানে একটা পরমা সুন্দরী যুবতী বাস করেন না ?

ভব। হুঁ। এ সকল কি কথা ধীরানন্দ ?

ধীর। আপনি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন ?

ভব। হুঁ।—তারপর কি বলবার আছে ?

ধীর। আপনি তাঁকে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন ?—ব্যাকরণ, কাব্য, অভিধান ?—

ভব। কে বল্লে ?

ধীর। তিনি নাকি আপনাকে বলেছেন,—আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখা পড়া না করাই ভাল।

ভব। কেন তুমি এত সন্ধান নিলে ধীরানন্দ ?

ধীর। তিনি কি মহেন্দ্র সিংহের পত্নী ?

ভব। হাঁ। দেখ ধীরানন্দ, তুমি যা বল্‌ছ সকলি সত্য। তুমি ভিন্ন আর কে এ কথা জানে ?

ধীর। আর কেহই জানে না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করলেই আমি এ কলঙ্ক হতে মুক্ত হতে পারি ?

ধীর। পার।

ভব। এস তবে, এ বিজন স্থানে দুজনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করে আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করে আমার সকল জ্বালার শান্তি কর। অস্ত্র আছে ?

ধীর। আছে। শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সব কথা কয় ? যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, অবশ্যই করব। সন্তানে, সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য

কারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নয়। তবে যা বলবার জন্য তোমাকে খুঁজছিলেম, তা সবটা শুনে যুদ্ধ করলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি নেই। কি বলবার আছে বল। এই তরবারি তোমার ঘাড়ে রাখলেম, পালাবার চেষ্টা কর না।

[নিজের তরবারিখানা ধীরানন্দের স্কন্ধের উপর রাখিলেন]

ধীর। আমি এই বলছিলেম,---তুমি কল্যাণীকে বিয়ে কর।

ভব। কল্যাণী? তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সে রূপ বিয়ে ত হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীদের হয়। সন্তানের হয় না।

ধীর। সন্তানধর্ম কি অপরিহার্য? ছিঃ,—ছিঃ! কি কচ্ছ? আমাব কাঁধ যে কেটে গেল। [স্কন্ধ হইতে বক্ত গলিয়া পড়িতেছিল]

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে অধর্মে মতি দিতে এসেছ আমাকে? কি স্বার্থে?

ধীর। বলছি তা। তরবাবি বসিও না। দেখ, এ সন্তানধর্মে আমার হাড় জব জব। এ ধর্ম পরিত্যাগ করে স্ত্রী, পুত্রের মুখ দেখে দিনপাত করবার জন্য আমি উতলা হয়ে পড়েছি। কিন্তু বাড়ী গিয়ে শান্তিতে বাস করবার জো নেই। বিদ্রোহী বলে অনেকে আমাকে চেনে। ঘরে গেলে রাজপুরুষেরা ধরে নিয়ে অমনি গলায় দড়ি। আর এদিকে সন্তানেরাও বিশ্বাসঘাতক বলে বর্শাটি বুকে হানতে কুণ্ঠিত হবে না। এ জন্য তোমাকেও আমার পথে নিয়ে যেতে চাই।

ভব। আমায় কেন ?

ধীর। সেই আসল কথা। দেখ,...এই সন্তানসেনা সব তোমার আজ্ঞাধীন। প্রভু সত্যানন্দ এখন এখানে নেই। বর্তমানে তুমিই এদের নায়ক। তুমি যদি এ সেনা নিয়ে যুদ্ধ কর, তোমার যে জয় হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধে জয় হলে তুমি স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না ? সেনা সব তোমারি আজ্ঞাধীন। তুমি রাজা হও, আমি তোমার অনুচর হয়ে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে সুখে ঘর সংসার করি। সন্তানধর্ম অতল জলে ডুবে যাক।

ভব। ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর। তোমায় বধ করব। [তরবারি তুলিয়া] এস। ব্রহ্মচর্য আমার ভ্রষ্ট হয়েছে সত্য ; কিন্তু আমি বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি নিজে বিশ্বাসঘাতক, আমাকে বিশ্বাসঘাতক হতে পরামর্শ দিচ্ছ। তোমায় বধ করব।

ভবানন্দ যখন ক্রোধে, ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায়, ধীরানন্দ তখন, তাঁহার অলক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপে পলায়ন করিল। মুখে হাসির রেখা।

ভব। ধীরানন্দ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বিশ্বাস ঘাতক ! কৈ ? কৈ ? কোথায় ? পালিয়েছে। গৈরিক বসনের আড়ালে কি বীভৎস কদর্যতা ! এঁ্যা ! এত রাত্রি হয়ে গেছে ? ঘোর তমস্বিনী স্তম্ভিত রজনী !—নীরব, নিথর ! আমার ভিতর বাহিরও আজ এম্‌নি অন্ধকারময়, এম্‌নি নিস্তব্ধ, নীরব। যা ভবিতব্য তা অবশ্যই হবে। আমি ভাগীরথীর জলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভেসে গেলাম, এ যা দুঃখ। এক মুহূর্তে

দেহের ধ্বংস হতে পারে, দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস। আমি সে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলেম। মরণেই আমার শ্রেয়।

[বৃক্ষের পল্লব আড়াল হইতে পেচক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল]

ভব। ও কি ও? উঃ! কি বিকট শব্দ! যম কি আমায় ডাকছে? আমি জানি না কে শব্দ করল,—কে আমায় ডাকল, কে বিধি দিল, কে মরতে বলল। পুণ্যময়ী অনন্তে! তুমি শব্দময়ী। তোমার শব্দের মর্মত আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমায় ধর্মে মতি দাও, আমায় পাপ হতে নিবত কর। গুরুদেব!—গুরুদেব! পাপের পথ হইতে আমায় টেনে নাও, ধর্মে আমায় মতি দাও।—

নেপথ্যে—"আশীর্বাদ করলেম,—ধর্মে তোমার মতি থাক।"

ভব। এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর! মহারাজ! মহারাজ! কোথায় আপনি? এ সময় একবার দাসকে দেখা দিন,—দেখা দিন।—কৈ? কৈ? কোথায়? গুরুদেব! গুরুদেব! এ অভাজনকে দয়া করুন। কৈ? না, না। কৈ? কেউ নেই।—তমিস্রা নিশা শুদ্ধ ঝিমিয়ে পড়েছে। এ আশা-আকাঙ্ক্ষা,—আলোহীন, চেতনহারা ধরণীতে আজ আমি একা,—সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেছে। গুরুদেব! গুরুদেব! আর কি দেখা পাব না? এ পাপী কি আপনার পদরজ স্পর্শে ধন্য হবে না আর?

নেপথ্যে—"হরে মুরারে হরে মুরারে"

ভব। প্রভু প্রত্যাগমন করেছেন। এ নিশ্চয় তাঁর কণ্ঠস্বর। ভবানন্দ! গুরুর দয়া তুমি নিশ্চয় শিরোধারণ করবে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হও। [ধীরে ধীরে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আনন্দমঠ। কাল—প্রভাত।

কুটীর মধ্যে নবীনানন্দ একটা সারঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে গাইতেছিল,—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদম্।
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি জাতম
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর।
জয় জগদীশ হরে।

নেপথ্য হইতে—কে অতি গম্ভীর তানে গাইলেন,—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃত কল্কিশরীর।
জয় জগদীশ হরে।

[সত্যানন্দই গাইতেছিলেন। তিনি প্রবেশ করিলেন]

নবী। প্রভো ! আমি এমন কি ভাগ্য করেছি যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পেলাম ? আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করতে হবে ? [গাইল,—

তবচরণে প্রণতা বয়মিতিভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।

সত্য। তোমার কুশলই হবে মা!

নবী। কিসে ঠাকুর? তোমার আজ্ঞা আছে,—আমার বৈধব্য।

সত্য। তোমায় আমি চিনতাম না মা! দড়ির জোর না বুঝে জেয়াদা টেনেছি। তুমি আমা অপেক্ষা জ্ঞানী। এর উপায় তুমি কর। জীবানন্দকে বলো না যে আমি সব জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি প্রাণরক্ষা করতে পারেন....তাহলে আমার কার্যোদ্ধার হয়।

নবী। সে কি ঠাকুর? আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা। যা যা আপনার সঙ্গে কথা হল, সবই বলব। মরতে হয় তিনি মরবেন; আমার ক্ষতি কি? আমিত সঙ্গে সঙ্গেই মরব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে করেন কি আমার স্বর্গ নেই?

সত্য। আমি কারও কাছে কখনও হারিনি মা! আজ তোমার কাছে হারলেম। আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহকর, —জীবানন্দের প্রাণ রক্ষা কর, আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আমার কার্যোদ্ধার হবে।

নবী। আমার স্বামীর ধর্ম আমার স্বামীর হাতে। ধর্ম হতে তাঁকে বিরত করবার আমি কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, পরলোকে কিন্তু সবারই ধর্ম দেবতা। আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়,—তার অপেক্ষা, আমার স্বামীর ধর্ম বড়। আমার ধর্ম যে দিন ইচ্ছা আমি জলাঞ্জলি দিতে পারি। আমার স্বামীর ধর্ম জলাঞ্জলি দেব মহারাজ? আপনার কথায় আমার স্বামীর মরতে হয়, মরবেন। আমি বারণ করব না।

সত্য। মা! এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়তে হবে। আমি মরব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরবে, বোধ হয় মা, তুমিও মরবে। কিন্তু দেখ মা! কাজ করে মরতে হবে। বিনা কাজে কি মরা ভাল? আমি কেবল দেশকে মা বলেছি, আর কাকেও মা বলিনি।—এই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আজ তোমাকে মা বললাম। তুমি মা হয়ে সন্তানের কাজ কর,—যাতে আমাদের ব্রত সফল হয় তাই কর। জীবানন্দের প্রাণ রক্ষা কর, তোমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি যাই মা! সম্মুখে অনন্ত কার্য পড়ে আছে,—দুশ্চর তপস্যার প্রয়োজন।

[প্রস্থান]

নবী। যাই দেখি,—বনটা একবার ঘুরে আসি। ইংরেজদের পল্‌টনের কাপ্তেন নাকি নিকটে কোথাও আড্ডা গেড়েছে। দেখি, বেটার সন্ধান পাই কি না।

চলিয়া যাইতে যাইতে গাইল,—

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম।
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ
জয় জগদীশ হরে।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গভীর অরণ্য। কাল—বেলা দ্বিপ্রহর।

টমাস সাহেব বন্ধুক হাতে করিয়া শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন,—

টম। ফুঃ!—ডিয়ার, বিয়ার, হেয়ার, টাইগার,—নাথিং—

নেপথ্যে—যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে হরে মুরারে।

টম। হোয়াট্? এ সুইট্ সঙ্গ!

[নবীনানন্দের প্রবেশ]

টম। এঁ্যা! টুমি কে আছে?

নবী। দেখছ না, সন্ন্যাসী?

টম। তুমি "রিবেল" আছে।

নবী। সে কি?

টম। হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িবে।

নবী। মার দেখি? [একটানে টমাসের হাত হইতে বন্ধুক কাড়িয়া লইল]

টম। হামার বন্ড্ুক্,—মাই গান?—

নবী। ভয় নেই সাহেব, তোমায় মারব না। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—সাত সমুদ্র ভেঙে এখানে মরতে এসেছ কেন? ব্যবসা করবে না রাজ্য ফাঁদ্বার মতলব?

টম। টুমি বড্মাস্ আছে,—উইকেড্,—বাট্ ইউ আর এ ভেরি বিউটিফুল চ্যেপ্।

নবী। দেখছ, আমি সন্ন্যাসী। আমায় দেখে তোমার মন মজল?

টম্। টুমি হামার গোড়ে ঠাকিবে ?

নবী। তুমি আমার ঘরে থাকবে ? আমার একটা রূপী বাঁদর ছিল, সম্প্রতি মারা গেছে, কোটরটি খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেব, তুমি সে কোটরে থাকবে। রোজ কলা খেতে দেব। আমাদের বাগানে মর্তমান কলা আছে।

টম। টুমি বড় স্পিরিটেড্ সন্ন্যাসী আছে। টোমার কারেজ্ ডেখিয়া হামি খুশি হইয়াছে। টুমি হামার গোড়ে চল। হামরা ভারি যুড্ড করিবে। টোমার সড্ডার যুড্ডে মড়িয়া যাইবে। টখন টোমার কি হোবে ?

নবী। তবে তোমাতে আমাতে একটা কথা থাক। দুই একদিনের মধ্যে যুদ্ধত হবেই। তুমি যদি জেত, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আর আমরা যদি জিতি তুমি আমার কোটরে এসে থাকবে ত ? কলা খেতে দেব।

টম। কলা বড় উট্টম জিনিষ আছে। এখন ডেবে খাইটে ?

নবী। নে বেটা, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জাতের সঙ্গে কেউ কথা কয় ? [বন্দুক ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল] দেখ, দেখ, --একটা হরিণ পালাচ্ছে। দৌড়, দৌড়,---

টম। থ্যাঙ্ক ইউ। কি ঢার ? কি ঢার ? ডিয়ার--ডিয়ার, ---রানিং ডিয়ার---

[দ্রুতপ্রস্থান]

একটা পুষ্পিত পলাশের তলায় বসিয়া নবীনানন্দ গাইল,—

এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে, হরে মুরারে

জলেতে তুফান হয়েছে,

আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,

মাঝিতে হাল ধরেছে।

হরে মুরারে, হরে মুরারে।

ভেঙে বালির বাঁধ পুরাই মনের সাধ।

জোয়ার গাঙে জল ছুটেছে রাখিবে কে?

হরে মুরারে, হরে মুরারে।

[গান সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ প্রবেশ করিল]

জীব। এত দিন পরে জোয়ার গাঙে জল ছুটেছে কি?

নবী। নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙে জল ছুটে?

জীব। দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণত উৎসর্গ হয়েছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। এতদিনে করতেম্, শুধু তোমার অনুরোধে করিনি। একটা ঘোরতর যুদ্ধ আসন্ন। সে যুদ্ধে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। এ প্রাণ আমি বিসর্জ্জন দেব। আমার জীবনের সেই শেষ দিন,---

নবী। শোন,---আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী,---ধর্ম্মের সহায়। তুমি অতি গুরুতর ধর্ম্মগ্রহণ করেছে, তোমার সে ধর্ম্মে সহায় হব বলেই আমি গৃহত্যাগ করে এসেছি, তোমার ব্রতের বিঘ্ন করবার জন্য আসিনি। প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? তুমি কি পাপ করেছ? তোমার প্রতিজ্ঞা,---স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসবে না। কৈ? কোন দিনত বসনি। তবে প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু,—আমি কি —তোমায় ধর্ম্ম শেখাব? তুমি বীর,—আমি তোমায় বীরব্রত শেখাব?

জীব। শিখালেত শাস্তি।

নবী। দেখ গোঁসাই! ইহকালেই কি আমাদের মিলন নিস্ফল? তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় ভাল বাসি। "অসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ"। আর চাই কি? চল, আমাদের এ নবজীবনের মিলনলগ্নে মাকে প্রাণ ভরে ডাকি।—

উভয়ে গাইল,—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণা শরীরে।

নেপথ্যে—হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কামান গর্জিয়া উঠিল।

জীব। ও কি? নবাবের ফৌজ সন্তানদের আড্ডা আক্রমণ করল মনে হয়।

নবী। নবাব কামান, গোলা পাবে কোথায়? পলাসীর প্রান্তরে নবাবের গোলাবারুদ, বিশ্বাসঘাতকতার বৃষ্টিধারায় ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ তোমাদের পদচিহ্নের কারখানায় তৈইরি কামান মনে হয়।

জীব। না। সে কামানগোলাত এখনও এসে পৌঁছেনি। সে সংবাদ আমি জানি।

নবী। তবে এ নিশ্চয় ইংরাজের কামান। একটা বিলাতী বাঁদরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা ছিল।

জীব। তা হবে।

নবী। গুরুদেব ফিরে এসেছেন। চল, তাঁর চরণ বন্দনা করে আসি। তিনি হয়ত আমাদেরে খুঁজছেন।

জীব। চল। [উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অজয় নদীর তীরভূমি। কাল—জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। দলে দলে সন্তানেরা আসিয়া ভিড় করিয়াছে। তাহারা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত।—পৃষ্ঠে বন্দুক, কটিতে তরবার, হস্তে বল্লম। তাহারা "হরে মুরারে" ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া কলরব করিতেছে।—

প্রঃসন্ত। এবার আমাদের রাজ্য হবে ভাই, রাজ্য হবে। পদচিহ্নের কারখানা দেখেছ কি? কামান, গোলাবারুদ,---স্তূপা-কার,---স্তূপাকার! বল,---বন্দেমাতরম্।---

সন্ত-গণ। বন্দেমাতরম্।

দ্বিঃসন্ত। এমন দিন কি হবে ভাই, আপনার ধন আপনার ইচ্ছা মত খাব, দান, বিতরণ করব, আপন দেবালয়ে আপনার ইচ্ছা মত উপাসনা করব?

তৃঃসন্ত। অত্যাচারে, লাঞ্ছনায় দেশটা একিবারে মরে গেছে। গোলায় ধান রেখে শান্তি নেই.---ঘরে বৌ রেখে শান্তি নেই।—বিগ্রহ বিচূর্ণ, মন্দির ধূলিসাৎ!

চতুঃসন্ত। আর দুঃখ কর না ভাই! সুদিন সমাগত। দেশের মঙ্গল কামনায় মহারাজ হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন, তপঃসিদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। এবার সন্তানদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা কে আটকায়?

পঞ্চঃসন্ত! দেখ ভাই, কি সুন্দর দেশ আমাদের! সুদিন সমাগত বলে আমাদের হৃতসর্বস্বা কঙ্কালমালিনী মা কেমন অপূর্ব শোভায় প্রফুল্লিত হয়ে উঠেছেন।---নীল আকাশের উপর

দিয়ে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, নিম্নে নীলবসনা তরঙ্গিনী সর্বাঙ্গে হীরকচূর্ণ মেখে কেমন ঝল্ মল্ কচ্ছে! শ্যামল ধরণীতল, হরিৎ কানন, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম!---সবই আজ কি মঞ্জুল,—নয়নাভিরাম!

সন্তানগণ গাইল,—

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বন্দেমাতরম্।

সত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। সন্তানগণ সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সত্য। [বাহু যুগল ঊর্ধ্বে তুলিয়া] আশীর্বাদ করি সন্তানগণ! শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী বৈকুণ্ঠনাথ,—যিনি কেশি-মথন, মুধুমুরনরকমর্দন, লোকপালন,—সে শ্রীহরি তোমাদের মঙ্গল করুন। তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্মে মতি দিন। তোমরা তাঁর মহিমা গান কর।—জয় জগদীশ হরে,—

সন্তানগণ গাইল—

তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত নরহরি রূপ
জয় জগদীশ হরে।

সত্য। তোমাদের সঙ্গে একটা কথা আছে সন্তানগণ!

এই পরগণাতে টমাসনামা একজন জঙ্গী ইংরেজ এসে বহুতর সন্তান বিনাশ করেছে।

সন্তানগণ। তা জানি মহারাজ! এর প্রতিশোধ নেব,—প্রতিশোধ নেব। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

সত্য। ইংরেজেরা এদেশে এসেছিল পিঠে পণ্য নিয়ে ব্যবসা করবার জন্য,.. আজ তারা বাংলার মসনদ নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে।—হতভাগ্য নবাব সিরাজদৌল্লার পরিত্যক্ত সিংহাসনে একবার: বিশ্বাসহন্তা মীরজাফরকে বসাচ্ছে, একবার বসাচ্ছে মীরকাশেমকে—দুদিন পরে দিল্লীর সিংহাসন নিয়েও এরা খেলা আরম্ভ করবে। মতলব তাদের...এ ভারতবর্ষে নিজেদের সিংহাসন গাড়া। এ দুষ্টবুদ্ধি ব্যবসায়ীদের না তাড়ালে দেশের কল্যাণ নেই।

সন্তানগণ। এখনই তাড়াব, এখনই তাড়াব। তাদের বাণিজ্যের মানদণ্ড ভেঙে দেব মহারাজ! তাদের মাল বোঝাই জাহাজ মাঝগাঙে ডুবাব। আদেশ দিন, আদেশ দিন মাহারাজ। মার,—মার ধ্বনি তুলে সহস্র সন্তান ছুটে যাবে।

সত্য। ধৈর্য ধর সন্তানগণ! ইংরাজের কামান আছে, গোলাবারুদ আছে। তার উপর তারা বীর জাতি। তাদের মত আগ্নেয়াস্ত্রে আমরাও বলবান না হলে যুদ্ধে জয়ী হতে পারব না।—পদচিহ্ন-দুর্গে এই সব দ্রব্যসম্ভার বিরাটভাবে তৈইরি হচ্ছে। কিছু এসে গেছে, আরও বিস্তর আসছে। রাত্রি ভোর হয়ে এল। সারা রাত্রি আনন্দ করে কাটালে...

যাও, এখন একটু বিশ্রাম করগে। নবীন প্রভাতে, তোমাদের জীবনের নব অভিযান আরম্ভ হবে।

নেপথ্যে—কামান গর্জন

সত্য। নাঃ। সন্তানের অদৃষ্টে বিধাতা বিশ্রাম লেখেননি। যাও, ঐ আম্রকাননে আশ্রয় নাও। কাপ্তেন টামাস সন্তানদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। তার প্রতিফল দেওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছি। তোমরা গাছের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা করগে।

[সন্তানগণের প্রস্থান]

সত্য। জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।

বৃক্ষশাখার উপর হইতে কে গাইল,—

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।

সত্য। কে?

আমি জীবানন্দ।

সত্য। তুমি? কিছু দেখতে পাচ্ছ?

জীব। পাচ্ছি। পূর্বদিক বেশ ফর্‌সা হয়ে উঠেছে। বেশ দেখতে পাচ্ছি।

সত্য। তোপ কাদের?

জীব। তোপ ইংরাজের। দলে, দলে তারা অগ্রসর হচ্ছে।

সত্য। অশ্বারোহী না পদাতি?

জীব। দুই আছে।

সত্য। কত?

জীব। ঠিক আন্দাজ করতে পাচ্ছি না। তবে অনেক।

সত্য। গোরা না সিপাহী ?

জীব। গোরাও আছে, সিপাহীও আছে।

সত্য। তুমি নেমে এস।

জীবানন্দের গাছ হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গে মুহু মুহু তোপধ্বনি

সত্য। তোপ কত দূরে ?

বৃক্ষশাখার উপর হইতে নবীনানন্দ,—

নবী। বেশী দূরে নয়। একখানা মাঠ মাত্র ব্যবধান।

সত্য। কে তুমি ?

নবী। আমি নবীনানন্দ।

সত্য। নেমে এস। আজ তোমাদের মাতৃভক্তির অগ্নি-পরীক্ষা। তোমরা কত সন্তান এখানে আছ জীবানন্দ ?

[নবীনানন্দ নামিয়া আসিল]

জীব। দশ হাজারের উপর।

সত্য। তোমাদের জয় হবে। তোপ কেড়ে নাও।

নবী। ইংরাজের কামান হতে অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে।

সত্য। চল, ঝাঁপিয়ে পড়ি ঐ বহ্নিলীলার মাঝে। তোপ আজ কেড়ে নিতেই হবে।

নবী। চল, গোঁসাইজী, মহারাজের আদেশ পালন করি,—ঐ তোপের অগ্নিশিখায় মাতৃপূজার হোম করিগে।

সত্য। চল, চল, মা চণ্ডীরূপিণী হয়ে যুদ্ধে নেমেছেন। আমাদের জয় হবে।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—অজয় নদীর তীরবর্তী রণভূমি। কাল—প্রভাত।

উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আহতে, মৃতে সর্বস্থান সমাকীর্ণ। কামানবন্দুকের শব্দে, উভয় পক্ষের রণনিনাদে শ্রবণ-বিদারী ধ্বনি উঠিয়াছে। ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ প্রবেশ করিল। ভবানন্দের হস্তে মুক্ত তরবার, জ্ঞানানন্দের হস্তে তাককরা বন্দুক।

জ্ঞান। সাবধান! ভাই ভবানন্দ! সরে যাও, এমনভাবে কামানের মুখে দাঁড়িও না।

ভব। জ্ঞান ভাই! কেন তুমি এ স্থির মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে? এখনও অনেক কাজ বাকি,—সন্তানের ব্রত এখনও উদ্‌যাপিত হয়নি।

জ্ঞান। মাথা নীচু কর ভাই। এই —এই [বন্দুক দাগিল] ব্যস! হয়ে গেছে। এক নিমেষ দেরী করলে তোমার মাথা উড়িয়ে দিত, মাথা তুলে যেমন ঋজু হয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছ।

ভব। শ্রীগুরুর চরণ ভিন্ন কারও কাছে মাথা নীচু করিনি, মরবার সময় তা করব? আমার শির উন্নত রেখে মরতে দাও গুরুভাই!

জ্ঞান। আজ তোমার এ হতাশ ভাব কেন বলত? —দীপ্ত চোখদুটি ম্লান, মুখের উপর কালো ছায়া! কি হয়েছে তোমার?

ভব। দেখ, দেখ, কি প্রচণ্ড অনলবৃষ্টির মাঝে মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। যাও, যাও,—ভারতের উদীয়মান সূর্যকে

অকালে অস্ত যেতে দিও না।

জ্ঞান। তাইত,—তাইত! উঃ! কি ভয়ঙ্কর আগুনের ছিনি মিনি খেলা!

[দ্রুত প্রস্থান]

ভব। আকাশ অবধি আচ্ছন্ন করে ধূমের ঘূর্ণাবর্ত উঠেছে। কৈ? মহারাজকে ত দেখা যাচ্ছে না?—জয় জগদীশ হরে,...জয় জগদীশ হরে।—

[জীবানন্দের প্রবেশ]

ভব। এসেছ জীবানন্দ? মহারাজ?—

জীব। আজ আমাদের অশেষ সান্ত্বনা যে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হতে মহারাজকে রক্ষা করতে পেরেছি।

ভব। রক্ষা করেছ?—জয় জগদীশ হরে।

জীব। কি দুর্জয় সাহস! কি দৃঢ় সংকল্প!—কি নিষ্ঠা, কি ভক্তি তাঁর!—অস্ত্রের ভয়াবহ হানাহানির মধ্যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র,—নির্বিকার! কণ্ঠ হতে বজ্রনির্ঘোষে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে,—"জয় জগদীশ হরে" "জয় জগদীশ হরে"। মহাভারতের মহাযুদ্ধের কথা মনে পড়ল,—নিরস্ত্র, নির্বিকার, নিরঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধ পাঞ্চজন্যে গভীর গম্ভীর আরাব তুলে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত পৌরুষ-শক্তিকে কেমন স্তম্ভিত করে দিলেন!

ভব। কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে ভাই?—সর্বাঙ্গে কালিমা,—রক্ত গলে পড়েছে দেহের প্রতি অঙ্গ হতে।

জীব। আমি মৃত্যুপথযাত্রী ভাই! আজ আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন।

ভব। তোমার নিষ্পাপ শরীর। তোমার প্রায়শ্চিত্ত কেন? আমিই আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

জীব। তোমার কি পাপ আমি জানি না ভবানন্দ! তুমি থাকলে সন্তানের কার্যোদ্ধার হবে।

নেপথ্যে—কোলাহল ও কামান গর্জন।

জীব। দেখ, দেখ, ভবানন্দ! ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে! —সন্তানদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করবার জন্য সব দিক হতে আক্রমণ হচ্ছে। এইভাবে বৈষ্ণব ধ্বংসের প্রয়োজন কি?

ভব। কি করবে? ফিরে যাবে কি উপায়ে? পিছনে ফিরলেই মরবে!

জীব। বাম দিক হতে আক্রমণ হচ্ছে না। চল, সে দিক দিয়ে সন্তানসেনাকে সরিয়ে নিয়ে যাই।

ভব। সে দিকে কোথায় যাবে? সে দিকে যে নদী। নূতন বর্ষায় অজয় আজ প্লাবনে উদ্দাম। ইংরাজের গোলা হতে পালিয়ে সন্তানসেনাকে কি নদীর জলে ডুবাবে?

জীব। নদীর উপর একটা সেতু আছে না?

ভব। সহস্র সন্তানসেনাকে তুমি সেতুর উপর দিয়ে পার করাবে? সেতুর উপর এত ভিড় হবে যে, একটা গোলাতেই সব বৈষ্ণবীসেনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

জীব। চল, তবে এক কাজ করি,---আমি এখানে সামান্য সংখ্যক সান্তানসেনা নিয়ে যুদ্ধ চালাই, আমার এ সেনার আড়ালে বাকি সন্তানগণকে নিয়ে তুমি সরে পড়। আজ আমার মরবার দিন ভবানন্দ!

ভব। মরবার জন্য এত দিন ক্ষণ খুঁজছ কেন ভাই? যে দিন ইচ্ছা মরতে পার। তোমার এ পরামর্শ ভাল। আমি এখানে থেকে যুদ্ধ চালাই, তুমি সন্তানসেনাদলের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে সরে পড়। তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম নাও। আজ যে সাহস দেখিয়েছ তার তুলনা নেই। দেরী কর না।

জীব। যাই তবে। বন্দে মাতরম্। [প্রস্থান]

ভব। মৃত্যুর তুফান উঠেছে। অগ্রসর হও সন্তানগণ! মৃত্যু,---মৃত্যু! আহা! কি মোহন রূপে মরণ আজ দেখা দিয়েছ! তুমি কত শান্ত,---কত স্নিগ্ধ,—কত শীতল! আমার অন্তরের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ক্ষত তোমার হিমহস্তের স্পর্শে জুড়িয়ে দাও! বন্দে মাতরম্।— [অগ্নিবৃষ্টির দিকে অগ্রসর]

[ধীরানন্দের প্রবেশ]

ধীর। ভবানন্দ, ভবানন্দ! ও কি কচ্ছ? এমন ভাবে অনলেব মাঝে আত্মাহুতি কেন?

ভব। কে:? ধীরানন্দ? তুমি কেন এ ভয়াবহ যুদ্ধে আমাব সঙ্গে মরতে এলে?

ধীর। মরা কি কারও ইজারা মহল নাকি?

ভব। মরলে ত স্ত্রী-পুত্রের মুখ চেয়ে দিন কাটাতে পারবে না?

ধীর। ও,—সে দিনের কথা বলছ? এখনও কি কিছু বুঝতে পারনি? সাবধান! একটা গোরা তোমাকে লক্ষ্য করে বন্দুক উঠিয়েছে।

ভব। আমি যে মৃত্যুর লক্ষ্য হওয়ার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে

আছি। কিন্তু তোমার কথা যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

ধীর। আমি যে মহারাজের চর হয়ে গিয়েছিলেম। আমার সাধ্য কি তোমার মত পবিত্রাত্মাকে এমন সব কথা বলি ?

ভব। সে কি ? মহারাজের আমার উপর অবিশ্বাস ?

ধীর। মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সব কথা হয়েছে, তিনি স্বকর্ণে সব শুনেছেন।

ভব। কি প্রকারে ?

ধীর। তিনি স্বয়ং সেখানে ছিলেন।—কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সাবধান !—সাবধান ! সরে দাঁড়াও,—

হঠাৎ একটা গুলি আসিয়া ভবানন্দের বুকে লাগিল।

ধীর। ভবানন্দ ! ভবানন্দ ! ভাই—

ভব। গুরুদেবকে বলো,—আমি অবিশ্বাসী নই।

সহসা তুমুল কামান গর্জন ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুত পদক্ষেপে জীবানন্দ আসিয়া ডাকিল,—

জীব। ভবানন্দ ! ভবানন্দ ! ভাই ! আমরা যুদ্ধে জিতেছি। মহেন্দ্র সিংহের সাহায্যে আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি।

ভব। সন্তানদের জয়সংবাদ নিয়ে আমি চল্‌লেম ভাই !

জীব। এঁ্যা ! এ কি ? একি ? আহা ! হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ! সত্যি সত্যি তুমি চল্লে ভাই ? তুমি কি যে পাপ করেছ ? কেন এ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ?

[বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলিয়া মহেন্দ্রের প্রবেশ]

জীব। আসুন মায়ের সার্থক সেবক। আপনার অপূর্ব

ত্যাগে, অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টায় আজ সন্তানগণ জয়শ্রীতে সমৃদ্ধ।

ভব। কে? ভাই জীবানন্দ?

জীব। আমাদের সহব্রতী জমিদার মহেন্দ্র সিংহ।

ভব। কৈ? কৈ? একবার আমার কাছে আসুন। মরণোন্মুখ এ অভাজনকে মার্জনা করুন।

মহে। এঁ্যা! আপনার এ অবস্থা? সন্তানদের এই বিজয়ের দিনে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল? আমার অন্তরের সমস্ত মোহান্ধকারকে অবলুপ্ত করে আপনার অপূর্ব বন্দে মাতরম্ গানের সুরসমারোহ না আমার প্রাণে জ্যোৎস্নার প্লাবন এনেছিল? ক্ষমা চেয়ে আমায় অপরাধী কচ্ছেন কেন?

ভব। আমি হতভাগ্য। আমার মলিন মর্মের কালিমা দিয়ে পবিত্র গঙ্গোত্রীর নির্মল বারিধারা আবিল করতে গিয়েছিলেম,....প্রচণ্ড উপলখণ্ডের আঘাতে বিদূরিত হয়েছি। আমায় ক্ষমা করুন।

ধীর। জীবানন্দ গোঁসাই! ইংরেজেরা পালাচ্ছে দেখ।—

জীব। [উচ্চৈঃস্বরে] সন্তানগণ, কামান দাগ।---

নেপথ্যে—ঘন ঘন কামান গর্জন হইতে লাগিল।

ধীর। ভাই জীবানন্দ! আর অনর্থক হত্যার কি প্রয়োজন? ইংরেজসৈন্যদল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে,—হতাবশিষ্ট দু পাঁচ জন যারা আছে, তারা প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে তাদের মেরে কি হবে?

জীবানন্দ ভেরী বাজাইয়া সংকেত করায় যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল।

ভব। জীবানন্দ! আমার সময় হয়ে এসেছে। গুরুদেব

আমায় পদধূলি দিলেন না?—তাঁর শেষ আশীর্বাদ হতেও অপরাধী সন্তান বঞ্চিত হবে?

[নবীনানন্দকে সঙ্গে করিয়া সত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন]

সত্য। আমার প্রিয়তম সহচর! আমার সার্থক শিষ্য! মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক! যাও বৎস! মায়ের কোলে,—

ভব। আপনার চরণ যুগল আমার শিয়রে রাখুন।

[সত্যানন্দ ভবানন্দের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ভব। আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর গুরু! মা-মা-মা! স্বং---হি--প্রা--ণা--শ-রী-রে, হ-রে-মু-রা-রে, হ-রে-মু-রা-রে। [মৃত্যু]

সমাগত সকলের চোখ সজল হইয়া উঠিল।

সত্য। না—না। জীবানন্দ! ঝেড়ে ফেল মনের দৌর্বল্য।—মায়ের কার্যে সন্তান প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এ ত আনন্দের কথা। উৎসব কর..উৎসব কর। বাজাও শঙ্খ, পুষ্পে, গন্ধে, কুঙ্কুমে চর্চিত কর শবদেহ, —পথে পথে কর লাজ বরিষণ, চন্দন-কাঠে চিতা সজ্জিত করে ভক্ত সন্তানের সৎকারের কর আয়োজন।

[জীবানন্দ ভেরী বাজাইলেন। কয়েকজন সন্তান প্রবেশ করিল।]

জীব। সন্তানগণ! ভবানন্দের এ পবিত্র শব, শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরপ্রাঙ্গণে নিয়ে ফুল, চন্দনে সজ্জিত করগে। সৎকারের জন্য আমরা আসছি। হরে মুরারে,---হরে মুরারে।

["হরে মুরারে" ধ্বনি করিয়া ভবানন্দের শব লইয়া সন্তানগণের প্রস্থান]

সত্য। বৎস মহেন্দ্র! তোমার বিচক্ষণ কর্মকুশলতা সন্তানদের অশেষ কল্যাণ করেছে। সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়েছে। তোমারও

ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে। তুমি তোমার স্ত্রীকন্যা নিয়ে গৃহে যাও।

মহে। স্ত্রী, কন্যা নিয়ে ? কি বলছেন প্রভু ?

সত্য। তোমার কন্যা জীবিত আছে, এ কথা তোমায় পূর্বে বলেছি। তোমার স্ত্রীও জীবিত আছেন।

সহে। সে কি ?

মহে। স্বর্গত এ ভবানন্দ, কি মুষ্টিযোগ প্রয়োগে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলে।

মহে। এঁ্যা ! সে সময় স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন বলেই কি এ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত তাঁর ?

সত্য। হবে তা। নবীনানন্দ ! তুমি মহেন্দ্রকে নিয়ে তার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে মিলন করিয়ে দাওগে।

নবী। যে আজ্ঞে। [মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান]

জীব। চলুন মহারাজ ! বিজয়ী সন্তানগণকে নিয়ে রাজধানী অধিকার করিগে।

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীর। সৈন্য কোথায় ?

জীব। কেন ? এই সব সৈন্য ?

ধীর। কোথায় এরা ? কা'কে দেখতে পাচ্ছ ?

সত্য। স্থানে, স্থানে সব বিশ্রাম কচ্ছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাবে।

ধীর। একজনকেও না ; সবাই লুটতে বেরিয়ে গেছে মহারাজ ! গ্রাম অরক্ষিত, রেশমের কুঠি প্রহরী শূন্য। এরা গ্রাম লুটে, রেশমের কুঠি লুটে ঘরে যাবে। কাকেও পাওয়া যাবে না।

সত্য। যা হোক, এখন এ প্রদেশ সব আমাদের অধিকৃত। বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছে শুনলে বহুতর ব্যক্তি, সন্তানের স্বস্তিকলাঞ্ছিত গৈরিকপতাকার তলে এসে দাঁড়াবে।

ধীর। মহারাজের যদি আজ্ঞা হয়, আমরা এ কানন মধ্যেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি ?

সত্য। ছিঃ !—আমায় কি শূন্যকুম্ভ মনে কর ? আমরা কেউ রাজা নয়, —আমরা সন্ন্যাসী। স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ এ দেশের রাজা।

জীব। আমরা যাই মহারাজ ! ভবানন্দের সৎকারের আয়োজন করিগে ! [জীবানন্দ ও ধীরানন্দের প্রস্থান

সত্য। মা ! মা ! মা আমার ! প্রাণ ভরে তোরে ডাকছি মা আজ।— প্রাণ ভরে বল্‌ছি আজ,—আমার দেশ,—আমার দেশ,...

[মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল]

মহা। আমি এসেছি।

সত্য। [প্রণাম করিয়া]আপনি এসেছেন ? কেন প্রভু ?

মহা। দিন পূর্ণ হয়েছে। চল,...

সত্য। ক্ষমা করুন প্রভু ! আগামী মাঘীপূর্ণিমার দিন আপনার আজ্ঞা পালন করব।

মহা। তথাস্তু।

[একটা উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে মহাপুরুষ মিলাইয়া গেলেন]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নগরীর উপকণ্ঠস্থ পথ। কাল—প্রভাত।

কয়েকজন নাগরিক আলাপ করিতে করিতে পথ চলিয়াছে,—

প্রঃ নাগ। ইয়ে আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর মোদের নছিব বেবাক্ ঝুটা হল? মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ করি। মোরা তেলককাটা হেঁদু সন্ন্যাসীর দলকে ফতে করতে নারলাম? তুনিয়ার হাল বহুত বেহাল,—বেবাক ফাঁকি।

দ্বিঃ নাগ। বড়া মুশ্কিল দোস্ত! গরুকা গোস্ত ইয়ে মুল্লুকমে আলবৎ মানা হোই যাঁয়েঙ্গে। ইয়ে কাফের মেরে আখের বিল্কুল মার দিয়া। হেঁদু মসনদ দখল করেঙ্গে? হো—হো

তৃঃ নাগ। মাৎ ঘাব্‌ড়াইয়ে রহিম! ক্যোয়া হুয়া? কাফের মস্‌নদ দখল করেঙ্গে? বান্দা বাদশাহ্ বন যাঁয়েঙ্গে? কোন্ বেআকেল বলা? নবাবকা সাথ্ ফিরিঙ্গী এংরাজ এৎনা দস্তুর মহরম কিয়া, এৎনা পোয়ার দোস্তি চালাতেহুঁ,—তামাম হেঁদুস্থান লড়নেভি হটানে নেহি সেকেঙ্গে,—ভারি জাঁদরেল লড়নেওয়ালা ইয়ে এংরাজ পল্টন।

চতুঃ নাগ। এহি বাৎ হাম্ সামঝাতে নারছি,—এংরাজের সাথে নবাবের দোস্তি ইয়ে ক্যোয়া আচ্ছা কাম হোঁতে হেঁ?—দুষমন কোন্ হ্যায়?—হেঁদু, না এংরেজ? এহি বাৎ হাম সাম্‌ঝাতে নারছি।

তৃঃ নাগ। ইয়ে সমঝানেকো ক্যেয়া মুশ্‌কিল হ্যায় ? তামাম্ হেঁদুস্থানমে এৎনা জেয়াদা কাফের হ্যায়,.. থোড়ে মুছলমান কভি লড়নে নেহি সেকেঙ্গে। এসি ওয়াস্তে ফিরিঙ্গীকো সাথ্ জরুর প্যোয়ার করনা চাহিয়ে।

চতুঃ নাগ। জিন্দিগি ভোর হেঁদু মুছলমান খালি লড়াই চালায়েঙ্গে ?—দোনো জাতকো দোস্তিমে ক্যেয়া লোক্‌সানী হ্যায় ? বহুৎ আমলসে হেঁদু এ মুল্লুকমে রহেনেওয়ালা হ্যায়, মুছলমান ভি হিঁয়ে রঁহেতে কম সম পাঁচশ বরছ হো গ্যেয়ারা,—এক সাথ্‌মে দোনো ঘর বানায়া, বাজার লাগায়া, লাঙল চালতে,—আউর এ পরদেশী ফিরিঙ্গী কব্‌ভি হামলোক্‌কা সাথ্ দোস্তি করেঙ্গে ? নেহি,—নেহি। হাম্‌লোক্‌কা বোলতা,—কালা আদমী। আরে কালা হোনেসে ক্যেয়া হারজা হ্যায় ?—আস্‌মানকা রঙ ভি কালা, ...দরিয়াকা পানি ভি কালা।

নেপথ্যে—"বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্"

তৃঃ নাগ। বন্দেমাতরম্‌তুষমণ আঁতে হুঁ। ভাগো—সামালো।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান]

গৈরিকপতাকা উড়াইয়া, রণবাদ্য বাজাইয়া, "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি তুলিয়া একদল লোক চলিয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।

প্রঃ গ্রাম। যাই বল দুর্গাদাস, এই বন্দেমাতরম্‌ওয়ালারা যে কাণ্ড করেছে, একিবারে তাক্ লাগিয়ে দেছে।—নবাব সরকারের এত সিপাহী, ইংরেজের এত গোলন্দাজ,—একদম ঘায়েল !—কেহ না রইল বংশে দিতে বাতি।

দ্বিঃ গ্রাম। যাক্। বাঁচা গেল ভাই! এতদিন পরে হিন্দুর রাজ্য হল। কবে যে রাজা গণেশ, সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্য রাজত্ব করে গেছেন, তারপর থেকে নেড়েদের হাতে কি মারটাই না খাচ্ছি। মা দুর্গা এতদিন পরে মুখ তুলে চাইলেন।

প্রঃ গ্রাম। চুপ্ চুপ্,—পালা, পালা ভাই,—পাহারাওয়ালা আর দফাদার,—ঐ যে আসছে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

[দফাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ]

পাহা। তফাৎ যাইয়ে,—তফাৎ যাইয়ে। শহরমে আনেকো হুকুম নেহি হ্যায়। আরে দফাদার, ইধারমে একটো হল্লা উঠা না?

দফা। মালুম নেহি হো জী!

পাহা। ইয়ে বন্দেমাতরমওয়ালা বহুৎ দিক্ করতা।

দফা শুনিয়ে পাহারাওয়ালাজী! গেয়া রাতামে আচ্ছা একটো মজা হুয়া।

পাহা। আরে ভেইয়া, মজাকা বকত তো রাত হি হ্যায়। দিনমে কোন হ্যায় মজা করনেওয়ালা?—ডাকু, চোট্টা, বদমাস্ সবকোই মজা লুটনেকো বখত রাতমে হোঁতে হেঁ।

দফা। ও ত জানতে। লেকিন ইয়ে দোসরা বাত হ্যায়।

পাহা। কহিয়ে, কহিয়ে, দোসরা কোন্ মজা?—

দফা। শুনিয়ে,—রাত তব আখের হোনেভি বকত আয় গেয়ারা। হাম ঢুঁড়্কে, ঢুঁড়্কে দেখতে হুঁ চৌকিদার ঠিক কাম করতেহুঁ কি নেহি করতে। বড়া সড়ক্কা মোড়্মে একটো

হেঁদু জেনানা,—এইসা খুবসুরত !—একদম্ অস্‌মানকা হুরী। যেইসে রঙ্ ত্যেইসে বদনকা ঢং।

পাহা। আভি কাঁহা তেরা হুরী ?

দফা। শহরসে নিকাল গোয়ারা। হাম্ মানা কিয়া। বোলাথা,—"মায়ি! আপ্ ক্যেইসে যাঁয়েঙ্গে ? লেখেন আজ রাতমে বড়া আফত। ক্যেয়া জানে মায়ি, তোমকো ক্যেয়া হোবে।—তুম্ কি ডেকেতের হাতে গিরবে কি খানামে গিরবে হাম কিচ্ছু না জানে। ইয়ে রাতমে তুম্ বাহির না যাবে।

পাহা। তব্ ?

দফা। বোলতে,...হাম ভিখমাংগনেওয়ালী। ডাকু মেরে ক্যেয়া করেঙ্গে ? সোনে চাঁদি কুচ্ মেরি পাছ নেহি হ্যায়।

পাহা। বদনমে যেইসা জলুস্! ওহি তো জেওরাত হ্যায়।

দফা। ঠিক্, ঠিক,—ঠিক বোলা পাহারাওয়ালাজী।

পাহা। আরে ভেইয়া, খৈনি হ্যায় ? জেরা দে জিয়ে। তামাম্ রাত পাহারা চালায়া, তবিয়ত একদম ঠিক্ নেহি হ্যায়। থোরা চাঙ্গা করনা চাইয়ে।

দফা। মেরি পাছ ত হ্যায় নেহি। চলিয়ে নগিজমে একটো আড্ডা হ্যায়। খৈনি, ভাঙ, সিদ্ধি সব ছুঁই মিল যায়েঙ্গে।

পাহা। চলিয়ে। গতর বিলকুল বিগড় গ্যেয়া।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইংরেজের শিবিরশ্রেণী। কাল—অপরাহ্ণ।

সিপাহীরা বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিল। বৈষ্ণববালকের বেশে খঞ্জনীতে ঘা দিতে দিতে তখন নবীনানন্দ আসিয়া প্রবেশ করিল।—

প্রঃ-সিপা। দেখিয়ে,—একটো বাচ্চা সাধু।

দ্বিঃ-সিপা। ও সাধুজী! কুই আচ্ছা গানা উনা জানতে হুঁ ?

নবী। জানি বই কি। কি গাইব বল ?

দ্বিঃ-সিপা। একটো গজল চালাও সাধুজী!

নবী। বৈষ্ণব মানুষ, গজল ফজল জানি না।

দ্বিঃ-সিপা। তব্ যোইসা মর্জি এইসা চালাও।

নবীনানন্দ গাইল,—

মেরে নন্দলালা গোপাল হামারা!
আউর কোই নেহি।
ঠারে রহো মেরে আঁখনসে আগে।

[মেজর এড্ওয়ার্ডের প্রবেশ]

এড্। টোম কোন্ হ্যায় ?

নবী। বৈষ্ণব।—সাহেব!

এড্। টোমার বড়ো কোঠা বাবু ?

নবী। আমি বাবু নয়—বৈষ্ণব! বাড়ী পদচিহ্নে।

এড্। Well that is Padsin,—Padsin is it হুঁয়া একটো গর হ্যায় ?

নবী। ঘর ? কত ঘর আছে।—অনেক।

এড্। গর নেহি, গর নেহি,—গর, গর।

নবী। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

এড। ইয়েস্,—ইয়েস্। গর, গর। হ্যায় ?

নবী। গড় আছে বৈ কি। ভারি কেল্লা !

এড্। কেট্রে আডমী ?—

নবী। গড়ে কত লোক থাকে ? বেশী লোক নয়।—এই বিশ, পঞ্চাশ হাজার।

এড্। ননসেন্স ! একটো কেল্লামে ডো চার হাজার রহে শক্ত। হুঁয়াপর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকেল গিয়া ?

নবী। আবার নেকলাবে কোথা ?

এড্। মেলামে। বহুৎ ভারি মেলা হোটা। টোম্ কব্ আয়া হুঁয়াসে ?

নবী। কাল এসেছি সাহেব !

এড্। ও লোক আজ নেকাল গিয়া হোগা।

নবী। তা হতে পারে সাহেব ! আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি রাখি না। বৈষ্ণব মানুষ, ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই। কে কোথা যাচ্ছে তার খবর কে রাখে ? বাবা ! বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল। পয়সা সিকিটা দাও, চলে যাই, আর যদি ভাল করে বকশিশ দাও, পরশু এসে খবর বলে যাব। [নিম্নস্বরে] তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, আমার বৈষ্ণব সাজাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোর মুণ্ড খাবে দেখব।

এড্। [টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া দিয়া] ক্যেয়া বোলতা বাবু ?

নবী। ধ্যাৎ ! তুর বেটা ! বাবু কি রে ? বৈষ্ণব বল। খবর এনে দেব পরশু ?

এড্। পরশু নেহি। আজ রাতমে খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

নবী। বন্দুক মাথায় দিয়ে, সরাপ টেনে, নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাও। আমি দশ কোশ রাস্তা হেঁটে যাবো, আসবো, ওকে খবর এনে দেবো!—ছুঁচো বেটা কোথাকার?

এড্। ছুঁচো বেটা ক্যেস্‌কা কয়তা হায়?

নবী। যে ভারি বীর,—ভারি জাঁদ্‌রেল।

এড্। গ্রেট্ জেনারেল্ হাম হো শক্তা হ্যায়।—ক্লাইভকা মাফিক। লেকেন হাম্‌কো খবর আজ মিলনা চাহিয়ে। শ'ও রুপেয়া বকশিশ দেঙ্গে।

নবী। শ'ই দাও আর হাজারি দাও। বিশ কোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্। ঘোড়ে পর?

নবী। ঘোড়ায় চড়তে জানলে আর তোমার তাঁবুতে এসে খঞ্জনী বাজিয়ে ভিক্ষা করি?

এড্। গদী'পর লে যায়গা।

নবী। ও আমায় দিয়ে হবে না।

এড্। ক্যেয়া মুশ্‌কিল! পানশ, রুপয়া দেঙ্গে।

নবী! তুমি যাবে?

এড্। হামি না যাবে। পাক্কা সোওয়ার ডেবে। এই সিপাহি,—

প্রঃ-সিপা। জী হুজুর।—

এড্। ইয়ে বাবুকো এন্‌সাইন্ লিণ্ডলে সাহেবকো পাশা লে যাও। সাহেবকো বোলো, ঘোড়েপর ইয়ে আদ্‌মী যাঁহ

যানা বোলেঙ্গে তাঁহা যাঁনা।

প্রঃ-সিপা। জো হুকুম। চলিয়ে সাধু।

গাইতে গাইতে নবীনানন্দ সিপাহীর অনুসরণ করিল—

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্।

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্—

এড্। তোম্ সিপাহী সব হুঁসিয়ার রহো। খবর মিলনেছে আজ রাতমে তাঁবু উঠানে হোগা।

দ্বিঃ-সিপা। হাল বহুৎ খারাপ মেজর সাহেব!

এড্। ডরো মাৎ,—ডরো মাৎ।

[বেগে প্রথম সিপাহীর প্রবেশ]

এড্। ক্যেয়া হুয়া জমাদার?

প্রঃ-সিপা। সাধু বড়া ডাকু হো হুজুর!—লিণ্ডলে সাহেবকো জখম করকে ঘোড়া লেকে ভাগ গ্যেয়া।

এড। হোঃ! An imp of Satan! Strike the tent.

সিপাহীরা হট্ট গোল করিয়া তাঁবু উঠাইতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রান্তর। কাল—রাত্রি।

জীবানন্দ ও নবীনানন্দ

জীব। আজ মাঘীপূর্ণিমা শান্তি!

নবী। এ মাঘমাসে, পূর্ণিমার চাঁদ সুমুখে রেখে কি করে তা অস্বীকার করি?

জীব। বড়ই পুণ্য তিথি আজ।

নবী। শাস্ত্রকারেরা তাই বলেন।

জীব। এই পুণ্য তিথিতে পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জনে অক্ষয় স্বর্গ না?

নবী। তা'ত জানি না।

জীব। কি জান তবে?

নবী। জানি,—স্বামীর অনুগমন করায় পত্নীর অক্ষয় স্বর্গ।

জীব। আমি পাপ করেছি, প্রায়শ্চিত্ত করব। তুমি আমার সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন করবে কেন?

নবী। অক্ষয় স্বর্গ লাভার্থে!

জীব। চল তবে। পূর্ণিমার এই স্ফুট চন্দ্রালোকিত রাত্রিকে জীবনের শেষ অভিনন্দন জানিয়ে এ সংসার হতে বিদায় নি।

নবী। মরবার জন্য যদি এত ব্যস্ত হয়ে থাক, জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দেওয়ার কি প্রয়োজন? যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করে স্বর্গে যাওয়ার যোগাড় কর না? মাঘী পূর্ণিমার এই মেলায় যাত্রিগণকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য

মেজর এড্‌ওয়ার্ড সাহেব, একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছেন

জীব। তাই নাকি? কি করে জানলে?

নবী। সাহেবের ঘোড়ায় চড়েইত এলাম। তোমাদের চলা ফেরার সব খবর নেবার জন্য সাহেব আমায় ঘোড়ায় করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জীব। সাহেবত বেশ লোক,—গোয়েন্দা ঠিক ধরেছেন।

নবী। এর জন্য পাঁচশ টাকা পুরস্কার।

জীব। সত্যি?

নবী। সত্য বই কি। ম্লেচ্ছের টাকা ত বৈষ্ণবঠাকুরদের ভোগে লাগবে না। সে জন্য নিলেম না। কিন্তু দেরী করবার ত আর সময় নেই ঠাকুর! এতক্ষণে বোধ হয় তারা এসে গেল। ঘোড়ায় চড়ে যখন পালাচ্ছিলেম, তাদের তাঁবু তোলবার ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনেছি।

জীব। এ ছোট্ট পাহাড়টাব ডান ধারে একটা ফাঁক আছে, আমি সে দিকে যেয়ে একটু সন্ধান করে দেখি। তুমি মেলায় ঢুক্‌বার তোরণদ্বারটা পাহারা দাও গে।

জীবানন্দ ও নবীনানন্দ ভিন্ন পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের যাওয়ার পর কয়েকজন সন্তান কাঁধে বোঝা লইয়া প্রবেশ করিল।

প্রঃ সন্ত। কি বল? এইখানেই তাঁবু ফেলি?

দ্বিঃ সন্ত। ফেল না, যেখানে ইচ্ছা। তাঁবুত ভারি,—শুণচট্ আর কাঁথা।

তৃঃ সন্ত। বৈষ্ণবের আর চাই কি ?—একটু হরিচন্নামৃত পান, হট্টমন্দিরে কন্থা বিছিয়ে শয়ান, আর মুদিয়ে নয়ান হরি গুণগান !—ব্যস।

[মহেন্দ্রের প্রবেশ]

মহে। তোমরা এসে গেছ ? এ জায়গাটা ভাল। এই-খানেই শিবির কর। আম, কাঁটাল, বাবলা, তেঁতুলের ঐ বাগানটি বেশ আড়াল হবে। আচ্ছা, দেখ,—ঐ পাহাড়টার উপর শিবির করলে কেমন হয় ? ওখান হতে একটা কামানে যে কাজ হবে, নিচের দশটাতেও তা করা সম্ভব নয়।

নেপথে—ঘন ঘন কামান গর্জ্জন ও কোলাহল। পাহাড়ের উপর জীবানন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন সেখান হইতে তিনি বলিলেন,—

জীব। এস, এস, কে যাবে আমার সঙ্গে এস। ঐ পাহাড়ের শেখর দখল করতে হবে। পাহাড়ের ও পিঠে কোম্পানির ফৌজ। যে আগে উঠবে তারি জিত।

প্রঃ সন্ত। কে না ঐ পাহাড়ের উপর উঠ্ছে ? হস্তের বর্শা তার, চন্দ্রালোকে ঝক্ ঝক্ কচ্ছে।

জীব। এস, এস। এই জ্যোৎস্না রাত্রে—ঐ পর্বত শিখরে, নূতন বসন্তে নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আজ আমরা যুদ্ধ করব।

মহে। কে আপনি ?

জীব। তোমরা আমাকে সবাই চেন। আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণ বধ করেছি।

সন্তানগণ। হরে মুরারে, হরে মুরারে।

জীব। এস,—এস। এই টিলার ও পিঠে শত্রু। পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে নীলাম্বরী যামিনী আজ চর্চিত। মায়ের এই অপরূপ রূপের উৎসব মাঝে মৃত্যুর সমারোহ লাগাব। এস,—

সন্তানগণ। বন্দে মাতরম্,—বন্দে মাতরম্।

মহে। [তূর্যধ্বনি করিয়া] দেখুন জীবানন্দগোঁসাই! ঐ পর্বতশিখরে,—ঐ নীল আকাশপটে চেয়ে দেখুন,—ইংরেজের কামান হতে অগ্নির ঝড় উঠেছে। ফিরে আসুন,—ফিরে আসুন,—

জীব। আজ আমার জীবনের শেষ যাত্রা। আমি ফিরব না। এস, আমার সঙ্গে এস, এইখানেই মরি। বন্দে মাতরম্,—

মহে। একটা অগ্নির প্রলয়োচ্ছ্বাস!—একটা প্রবল ভূমিকম্প; পৃথিবী টলছে, পর্বতচূড়া ভেঙে ধূলিসাৎ হচ্ছে! মৃত্যু,—মৃত্যুর স্রোত বয়ে চলেছে। মেলার যাত্রী!—সব আজ মরণ-তীর্থ-যাত্রী। ফিরে আসুন গোঁসাই! মরণে যদি রণজয় হত আমরা মরতেম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নয়।

জীব। আমি বৃথাই মরব। আমি যুদ্ধ করব। কে হরি-নাম করতে করতে মরতে চাও, আমার সঙ্গে এস। কৈ? কেউ আসবে না? আমি একাই চল্‌লেম। হরে মুরারে।

মহে। জীবানন্দ গোঁসাই!—

জীব। নবীনানন্দকে বলো ভাই!—আমি চল্‌লেম! লোকান্তরে সাক্ষাৎ হবে। ঐ দেখ,—প্রভু সত্যানন্দের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে। কে যাবে এস। হরে মুরারে,— [প্রস্থান]

মহে। জীবানন্দ মরতে জানে, আমরা জানি না? চল,—চল— [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রণভূমি। কাল—পূর্ণিমা-রাত্রি।

আহত ও মৃতে রণভূমি সমাকীর্ণ! একটা মশাল হস্তে নবীনানন্দ জীবানন্দকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।—

নবী। না, না,—নেই, নেই।···গেছে সে চলে। কাল-রাত্রির এ মহানিশায় কোথায় তাঁর তনু খুঁজে পাব? মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে একটা ক্ষিপ্ত ঝড় বয়ে গেল! উন্মাদ কালাগ্নির করাল জিহ্বা লক্ লক্ করে এখনও দাহন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় আমার দেবতা? আমার বুকের আলো, নয়নের জ্যোৎস্না নিভে গেল! নিভে গেল! আমায় যে সঙ্গে নেবে বলেছিলে কেন ফেলে গেলে? কেন গেলে? কেন গেলে? বল, বল—কেন গেলে?

মাটিতে লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিল। একটা আলোকবেষ্টনীর মধ্য হইতে মহাপুরুষের আবির্ভাব।

মহা। ওঠ মা! কেঁদ না।

নবীনানন্দ উঠিয়া চাহিয়া দেখিল।

মহা। কেঁদ না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে এস।

মহাপুরুষকে অনুসরণ করিয়া খুঁজিতে লাগিল।

মহা। দেখত মা, এ সুন্দর, সবল দেহটি কার?

নবী। [মশালের আলোকে দেখিয়া] বাবা!—বাবা!

[লুটাইয়া পড়িল]

মহা। কেঁদ না মা! জীবানন্দ কি মরেছে? দেহটি

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ ত। আগে নাড়ী দেখ।

নবী। [নাড়ী টিপিয়া] কৈ বাবা! কোন স্পন্দন ত নেই?

মহা। বুকে হাত দিয়ে দেখ ত!

নবী। [বুকের উপর হাত রাখিয়া] স্থির, শীতল,—নিস্পন্দ।

মহা। নাকের কাছে হাত রেখে দেখ ত, নিশ্বাস বইছে কিনা!

নবী [নাকের কাছে হাত রাখিয়া] না বাবা! কিছু মাত্র না।

মহা মুখের ভিতর আঙুল দিয়ে দেখ, উষ্ণতা কিছু মাত্র পাও কিনা!

নবী। [মুখের ভিতর আঙুল দিয়া] বুঝতে পাচ্ছি না।

মহা। [বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিয়া] তুমি ভয়ে হতাশ হয়েছ মা! তাই বুঝতে পাচ্ছ না। কিছু তাপ যেন এখনও আছে। আবার দেখ দেখি।

নবী। [বুকের উপর হাত রাখিয়া] একটু যেন আছে।

মহা। আবার নাড়ী দেখ,—শ্বাস বইছে কিনা দেখ।

নবী। [আবার পরীক্ষা করিয়া] নাড়ীর গতি একটু যেন আছে মনে হয়, নিশ্বাস যেন বইছে। এ কি? বুকে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন জেগেছে। প্রাণ ছিল কি?—না, আবার এসেছে বাবা?

মহা। তাও কি হয় মা? তুমি ঝরণা থেকে জল এনে রক্তগুলি ধুইয়ে দাও দেখি। আমি এর চিকিৎসা করব।

ঝরণা হইতে জল আনিয়া নবীনানন্দ, জীবানন্দের দেহের উপরের রক্তের ধারা ধুইয়া ফেলিল। মহাপুরুষ অজ্ঞাত বৃক্ষের শাখা হইতে

রস নিংড়াইয়া শরীরে মাখাইয়া দিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দের দেহে চেতনা ফিরিয়া আসিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাদের অলক্ষ্যে তখন অন্তর্হিত হইলেন।

জীব যুদ্ধে কার জয় হল শান্তি ? উঃ! কি মহানিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেম!

নবী। তোমারই জয়। মহাত্মাকে প্রণাম কর।

জীব। কৈ ? কাকে প্রণাম করব ?

নবী। যিনি তোমাকে নিরাময় করেছেন,—তোমার মৃতদেহে যিনি প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

জীব। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার ? সে কি ? কৈ ? কোথায় তিনি ?

নবী। [চার দিক চাহিয়া] কৈ ? নেইত।—আমার জীবনের পুণ্যলগ্নে দেখা দিয়েছিলেন,...আশীর্বাদ বিলিয়ে, বোধ হয় চলে গেলেন।

জীব। কিন্তু শান্তি! তোমার চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য গুণ।—আমার দেহের সর্ব গ্লানি,...সমস্ত অবসাদ নিঃশেষে দূর হয়ে গেছে।

নেপথ্যে—সন্তানদের জয়োল্লাস ধ্বনি।

জীব। উৎসবের কোলাহল না ?--সন্তানদের বিজয়োল্লাস ?

নবী। হাঁ। বিজয়ের আনন্দে সকলেই আজ উন্মত্ত।

জীব। আমার প্রাণও আনন্দে স্ফীত হচ্ছে। চল শান্তি!

নবী। আর ওখানে না। মার কার্যোদ্ধার হয়েছে, দেশ সন্তানদের হয়েছে। আমরা ত রাজ্যের ভাগ চাহি না,

কি করতে যাব এখন ?

জীব। যা কেড়ে নিয়েছি, তা রক্ষা করতে হবে না ?

নবী। প্রভু সত্যানন্দ আছেন, মহেন্দ্রসিংহ প্রভৃতিরা আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে সন্তানধর্মের জন্য দেহত্যাগ করেছিলে, এ পুনর্জীবিত দেহে আর সন্তানদের অধিকার নেই। তাঁদের পক্ষে আমরা মরেছি। এখন যদি ফিরে যাই, সন্তানেরা বলবে,—"জীবানন্দ যুদ্ধের সময় মৃত্যু-ভয়ে লুকিয়েছিল, জয় হয়েছে দেখে ভাগ নিতে এসেছে।"

জীব। সে কি শান্তি ? লোকের অপবাদের ভয়ে মাতৃসেবা ছাড়ব ? যে যা বলুক না কেন,—আমি মাতৃসেবাই করব।

নবী। তাতে তোমার অধিকার নেই। মাতৃসেবার জন্যই এ দেহ পরিত্যাগ করেছিলে, যদি আবার মা'র সেবাই করতে পারলে প্রায়শ্চিত্ত কি হলো ? মাতৃসেবা হতে বঞ্চিত হওয়াইত প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নৈলে তুচ্ছ প্রাণত্যাগ কি একটা ভারি কাজ ?

জীব। তুমিই সার বুঝতে পেরেছ শান্তি ! এ প্রায়শ্চিত্ত আমি অসম্পূর্ণ রাখব না। আমার সুখ—সন্তানধর্মে, সে সুখ হতে আমি নিজেকে বঞ্চিত করব। কিন্তু কি করব ? কোথায় যাব ?—মাতৃসেবার পুণ্যব্রত পরিত্যাগ করে, গৃহে ফিরে যাব কোন্ সুখের সন্ধানে ?

নবী। আমি কি তাই বলছি ? ছিঃ ! আর আমরা গৃহী নই।—ব্রহ্মচর্যব্রতচারীর গৃহ কোথায় ? এখন আমাদের আবাস,—মানব-মঙ্গলের তীর্থে তীর্থে। চল,—তুষারমৌলী

হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে বসে এ তাপদগ্ধ ধরণীর কল্যাণ-কামনায় তপস্যা আরম্ভ করি। প্রাণের দেবতাকে প্রাণভয়ে ডাকলে সাধনা সফল হবে।

জীব। তাই ভাল। চল, এ বিলোল জ্যোৎস্নালোকে,—এ পূণ্যলগ্নে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ি।

নবী। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি, তোমার জ্যোতির্ময় পথে আমায় নিয়ে চল।

জীবানন্দ ও নবীনানন্দ হাত ধরাধরি করিয়া
নিশীথের জ্যোৎস্নালোকে অনন্তে মিশিয়া গেল।
নেপথ্যে—সত্যানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"হায়! আবার তারা আসবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র,—শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরবে কি মা!"

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আনন্দমঠের দেবালয়। কাল—গভীর রাত্রি।

সত্যানন্দ ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের অলিন্দে ধ্যানমগ্ন।—

মহাপুরুষ আসিয়া দেখা দিলেন।

মহা। সত্যানন্দ!—

সত্য। আপনি এসেছেন প্রভু?

মহা। আজ মাঘীপূর্ণিমা। চল,—

সত্য। চলুন। আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমার একটা সন্দেহ ভঞ্জন করুন মহাত্মন্!

মহা। কি সন্দেহ?

সত্য। যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করে লাঞ্ছিত সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক করলেম, সে মুহূর্তেই আমার উপর প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হল?

মহা। তোমার কার্য সিদ্ধ হয়েছে,—অত্যাচারী শাসনের অবসান হয়েছে। অনর্থক প্রাণী হত্যার কি প্রয়োজন আর?

সত্য। স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান হয়েছে বটে; কিন্তু হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হয়নি।—এখনও ব্রিটিশসিংহ তার ব্যাদিত করাল দংষ্ট্রা সংযত করেনি।...জাতিতে, জাতিতে বিদ্বেষ জাগ্রত রাখার কলকাঠি এখনও তার মুঠোয়।

মহা। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবে না। তুমি থাকলে নিষ্প্রয়োজনে নরহত্যা হবে। চল।—সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করার সংকল্প একটা পাগলামি বৎস! ইতিহাস এর প্রামাণ্য

সাক্ষী।—আলমগীর বাদশার নিছক মুসলমানসাম্রাজ্য স্থাপন করার উগ্র হিংস্রপ্রতিজ্ঞা, তাঁর কবর হওয়ার পূর্বেই কবরস্থ হয়েছিল,...শিবাজী মহারাজেরও নিভাঁজ হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন,—স্বপ্নে মিলিয়ে গেছে।

সত্য। যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত না হয়, কে রাজা হবে?—সাম্রাজ্যলোলুপ ইংরেজ বণিক,—না পরধর্মদ্বেষী, সাম্প্রদায়িকতার আসব পানে উন্মত্ত মুষ্টিমেয় ঐ মুসলমান? এই কি আপনার অভিপ্রায়? [উধ্ব´ পানে চাহিয়া] হায় মা! বড় দুঃখিনী মা তুই! তোর উদ্ধার করতে পারলেম না। আমার অপরাধ নিস্‌নে মা। কেন রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হল না?

মহা। কেন কাতর হচ্ছ সত্যানন্দ? শুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে কি একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? তোমরা এত দিন করেছ কি? দেশকে প্রবুদ্ধ করতে পেরেছ কৈ? সাম্প্রদায়িক রাজ্যকে ঘৃণা কচ্ছ,—কিন্তু হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় এত আগ্রহ কেন?

সত্য। যা শ্রেষ্ঠ, তার জন্য আগ্রহ স্বাভাবিক।

মহা। সে শ্রেষ্ঠ ধর্ম যে আজ স্থবির,—জরাগ্রস্ত।

সত্য। কি বলছেন প্রভু? সে যে চির নবীন,—সনাতন।

মহা। কেন তোমাদের এ বৃথা গর্ব বৎস? হিন্দুধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য কি তপস্যা করেছ? তোমাদের সে সংস্কৃতি কৈ? সে বলিষ্ঠ হৃদয় কৈ? কোথায় শ্রীগীতার সে "নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু" এ ভগবৎবাক্য পালন? কোথায় শ্রীরামচন্দ্রের মত ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে সমজ্ঞান? কোথায় প্রেমাবতার

চৈতন্যদেবের মত ম্লেচ্ছ, যবনকে আবেগে বুকে টেনে নিয়ে প্রেম-নিবেদন? রাজ্য স্থাপন ত করবে; পারবে কি ভারতসম্রাট অশোকের মত বিবেকের তাড়নায় বৈরাগ্যকে মন প্রাণে বরণ করে নিতে? তোমাদের অন্তর্বিষয়ক ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান, দীর্ঘ দিনের অনাচারে মলিন হয়ে গেছে। তাকে উজ্জ্বল করে তুলবার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন।

সত্য। সে মলিনতার কারণ দীর্ঘ পরাধীনতা। আবার সে যূপকাষ্ঠ বরণ করে নেব? তবে কেন এ নৃশংস যুদ্ধে নিযুক্ত করলেন? কেন মায়ের এত সন্তানকে মিছিমিছি বলি দিলেম প্রভু? জ্ঞানের আমার কাজ নেই। আমি যে ব্রতে ব্রতী হয়েছি তা পালন করব। আশীর্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হোক।

মহা। ব্রত সফল হয়েছে। মা'র মঙ্গল সাধন করেছ।—স্বৈরাচারী শাসকদের বজ্রমুষ্টি হতে রাজদণ্ড খসে পড়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ কর। গৃহে, গৃহে শান্তি ফিরে আসুক, লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত হোক, পৃথিবী শস্যশালিনী হোক।

সত্য। শত্রুশোণিতে সিক্ত করে মাতাকে শস্যশালিনী করব।

মহা। শত্রু কে বৎস? শত্রু আর নেই। এই বিশাল ভারতবর্ষের তুমি আজ একা সন্তান নও,—আর্য, অনার্য, শক হুন, পহ্লব, ম্লেচ্ছ, যবন, শিখ, পারসিক, খ্রীষ্টান সবই মায়ের সন্তান,—সবাই মায়ের স্তন্যে লালিত। এ মহাভারতের

পুণ্য তীর্থে যে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে, তাতে ডেকে আনবে হোত্রীকর্মের জন্য ভাঙ্গীপল্লী হতে শুকচাঁদ জমাদারকে, ধাঙ্গরপাড়ার ফুকনকে, —ডেকে আনবে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী আলিমিঞাকে। ওগো "ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধর হাত সবাকার, যে আছে পতিত হোক অপনীত তার সব অপমান ভার",—সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ,—

সত্য। একি নূতন বাণী আপনার মুখে প্রভু?

মহা। অতি পুরাতন কথাই তোমায় শোনাচ্ছি বাবা তোমাদের সভ্যতার ইতিহাস,—রামায়ণ, মহাভারতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় একথা লেখা রয়েছে,—এই বাণী ধ্বনিত হয়েছে, গঙ্গা, যমুনা, নিরঞ্জনার তীরে তীরে! ব্রাহ্মণ যদি হতে চাও, আগে স্বীকারপত্র নাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বশিষ্ঠের মত মহামানবের কাছ হতে, —দুশ্চর তপস্যাসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের মত…সমস্ত দম্ভ, অহঙ্কার, গর্ব নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে।

সত্য। এ ঘোর কলিতে তা কি সম্ভব?

মহা। চর্চা কর, অনুশীলন কর, সকলি সম্ভব হবে। সত্যযুগে সূর্যের আলো, চন্দ্রমার জ্যোৎস্না যেমন সত্য ছিল, এই ঘোর কলিযুগেও সে সত্যের বিপর্যয় হয়নি। যাঁরা পুরাকালে সিংহাসনে বসতেন তাঁদের বিশেষণ ছিল প্রজারঞ্জন,—রাজা। এখন হয়েছে শাসক। জনমতের মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজা রাজমহিষীকে নির্বাসিত করতে দ্বিধা করেননি। এখনকার শাসকেরা জনমতের কণ্ঠরোধ করবার জন্য তাঁদের আইনের আয়ুধাগারে অস্ত্র তৈরি করেন। তোমরা সাধনা

করে সেই স্বেচ্ছাচার শাসনের অবসান করেছ,—মুসলমানদের যে সাম্প্রদায়িক শাসন ন্যায়নীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে তুলেছিল, তা এখন সমাধিশয্যায় শায়িত। তোমরা এ মহাভারতের মহাতীর্থে মায়ের সকল সন্তান মিলিত হয়ে সার্বজাতিক, সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন কর। —সবার পরশকরা পবিত্র তীর্থজলে মার পূজার অভিষেক সার্থক হবে।

সত্য। সে মন্ত্রে ত দীক্ষা দেননি প্রভু!

মহা। এস,—ইন্দ্রপ্রস্থের পুণ্য তীর্থে, সে মন্ত্রে তোমায় দীক্ষা দেব। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মধু মৎ পার্থিবং রজঃ,—ওঁ মধু —ওঁ মধু —ওঁ মধু! বল,—বন্দেমাতরম।

একটি আলোকচক্রের মধ্যে উভয়ে যখন অদৃশ্য হইতেছিলেন, তখন ঐকতান-বাদ্যে "বন্দেমাতরম্" গানটি নেপথ্যে বাজিতে লাগিল।

পাদ-প্রদীপালোকে—

মহাপুরুষ	
সত্যানন্দ	সন্তানসম্প্রদায়ের গুরু
ভবানন্দ	” প্রধান নেতাগণ
জীবানন্দ	” প্রধান নেতাগণ
ধীরানন্দ	” প্রধান নেতাগণ
জ্ঞানানন্দ	” প্রধান নেতাগণ
নবীনানন্দ	ছদ্মবেশী শান্তি
মহেন্দ্র সিংহ	পদচিহ্নের জমিদার
মিঃ টমাস	ইংরেজ সেনানায়ক
” এড্‌ওয়ার্ড	মেজর
” বিট্‌সন	কাপ্তেন
” ডনিওয়ার্থ	কুঠিয়াল

সন্তানসেনাগণ, কৃষাণগণ, রাখালবালকগণ, টোলের ছাত্রগণ, গ্রামবাসিগণ, ভিখারীর দল, নাগরিকগণ, পাহারাওয়ালা, দফাদার, সিপাহীগণ ইত্যাদি—